পোষা —[দেং] পালিত, বশীভূত, পালন করা।

ওসা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

পঞ্চকোষা —অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়=৫ কোষ।

যামঘোষা —ঘটিকা যন্ত্র, পটহ বিং।

মহাঘোষা —কর্কটশৃঙ্গী বৃক্ষ, কুন্দরুকী গাছ।

বারযোষা —বেশ্যা, গণিকা।

বাস্তবোষা —নিশা, রজনী, যখন নায়কার্থে প্রতীক্ষা হয়

বায়ুরোষা —রাত্রি, রজনী, নিশা।

সি। (১) একাক্ষর।

শি —[ধা] তীক্ষ্ণী করণ-শিত,(ইং) স্ত্রীলিঙ্গবোধক--তিনি

শী —শয়ন, শান্তি, [ধা] শয়ন-শয়ন,আশয়, সংশয়।

সি —[ধা] বন্ধন কৃ-সেতু, সেনা, সীতা, সীমা।

শ্বি —[ধা] স্ফীত হ-শূন, শূনা, উচ্ছূন।

স্মি —[ধা] ঈষৎ হাস্য-স্মিত, বিস্ময়,বিস্মিত,স্মায়িত।

স্মৃ —[ধা] মনে রাখন-স্মরণ, বিস্মরণ, স্মৃতি,বিস্মৃতি।

অসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

অসি —খড়্গ, করবাল, তরবাল।

অংশী—ভাগী-যে ভাগ পায়।

কষি —হিংসক। (দেং) দীর্ঘ সরল রেখা।

ঘষি —(দেং) শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে।

ঘসি —ভক্ষণ, ভোজন।

স্রংসী— স্খলিত, গলিত, পতিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট।

ধ্বংসী —বিনাশশীল,নশ্বর,বৃক্ষ বিং, ত্রসরেণু পরিমাণ।

বশি —বশ্যতা, বশবর্ত্তিতা, বশিত্ব।

বশী --জিতেন্দ্রিয়, স্বাধীন।

বসি --গৃহ, আবাস, কাপড়, বসন।

বংশী —বেণু, মুরলী, বাঁশী।

মশি —[-শী,-সি,-সী]কালি,শেফালিকা বৃন্ত,[যাং]মাসী

রসী —[দেং] রজ্জু, দড়ী, ৮০ হস্ত পরিমিত মাপ রজ্জু

শশী —চন্দ্র, কর্পূর।

শংসী —জ্ঞাপক, সূচক, কথক, জ্ঞাপন কারক।

অশ্বী —স্বর্গ বৈদ্য।

অস্মি —অহম্, আমি।

রশ্মি —চক্ষুর পাতা, পক্ষ্ম, প্রভা, কিরণ, লাগাম।

কর্ষী —আকর্ষণ কারক, হৃদয়গ্রাহী, মনোহর।

দর্শী —নিরীক্ষক, দ্রষ্টা, দর্শন কারী।

অসি--অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

আয়সী—বর্ম্ম, লৌহ নির্ম্মিত কবচ, সাঁজোয়া।

জ্যায়সী—জ্যেষ্ঠা, বলবতী, অতিশয় বৃদ্ধা।

প্রেয়সী—প্রিয়া, বল্লভা, প্রিয়তমা।

বকশি —(যাং) কেরাণী, মোহরের, কার্য্য কারক।

পুক্কসী —কনিকা, নীলী, পুক্কস স্ত্রী, চণ্ডালী।

বিস্রংসী--পতন শীল, ক্ষরণ শীল।

অতসী —স্বনাম খ্যাত পুষ্প বৃক্ষ বিং,মসিনা, শণ।

আতসি—সূর্য্য তেজে অগ্নুৎপাদক কাচ।

রোদসী—পৃথিবী, স্বর্গ, ভূমি, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়।

গৃধ্রসী —বাত রোগ বিং, কোমরের বাত।

বিধ্বংসী--বিনাশ শীল, অপকারক, বিরুদ্ধ।

খুনসী —(দেং) আহ্লাদ, চাতুরী, কৌতুক।

ঘুনশী —(দেং) ঘুমচি, কোমরের সুত্র বিং, ডোর।

পানসী —[দেং] ক্ষুদ্র নৌকা।

পীনসী —যাহার পিনাস রোগ হইয়াছে।

মুনশী —(যাং) পণ্ডিত, জ্ঞানী, কেরাণী।

সানসি --সুবর্ণ, সোণা।

পর্ণসি —জলমধ্যস্থ গৃহ, শাক, আভরণ ক্রিয়া।

রূপসী —[দেং] রূপবতী, সুন্দরী।

লেপ্রসি—[লেপ্রছি] [ইং] কুষ্ঠ, মহাব্যাধি।

উর্ব্বশী —[উর্ব্বশী] স্বর্গ বেশ্যা বিং।

আমশী —(দেং) শুষ্ক আম্র চূর্ণ, আমচুর।

ধূসসী —সূর্য্যোত্তাপ পক্ক রোটিকা বিং।

আরশি—[দেং] দর্পণ, অর্শরোগ।

পারসী --[ফারসী] পারস্য ভাষা, পারস্য দেশোদ্ভব।

ফরসী --[যাং] গুড়গুড়ী, হুক্কা বিং।

সরসী —সরোবর, বাপী, তড়াগ।

পড়সী --[দেং] প্রতিবাসী, নিকট বাসেন্দা।

বড়সী —[দেং] হননাস্ত্র, মাছ ধরা অস্ত্র বিং।
ষোড়শী—যজ্ঞ পাত্র বিং, মহাবিদ্যা বিং, নবযৌবনী।
তুলসী —যাহার সাদৃশ্য নাই, বৃক্ষ বিং, হংস বিং।
মালসী —রাগিনী বিং, মৃন্ময় পাত্র বিং।
উষসী —সন্ধ্যার প্রাকাল।
সাহসী —বলপূর্ব্বক সম্পাদিত,ডাকাইত,দস্যু, নিষ্ঠুর।
বর্চ্চস্বী —রূপবান, তেজস্বী, চন্দ্র।
ওজস্বী —ওজোগুণ বিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান।
তেজস্বী—দীপ্তিমন্ত, তেজাল, লঘুতা অসহিষ্ণু।
ঊর্জস্বী —বলবান্, উগ্র, চঞ্চল, ব্যস্ত, তেজস্বী।
এনস্বী —দোষী, পাপী।
মনস্বী —মহামনাঃ, মানী, ধীর, স্থিরচিত্ত,বীর,শরভ।
তপস্বী —তাপস, মুনি, তপ্‌সে মাছ, ধার্ম্মিক, দীন।
সংর্কস্বী —বর্ণসঙ্কর জাতি বিং।
যশস্বী —কীর্ত্তিমান্, বিখ্যাত, লব্ধ প্রতিষ্ঠ।
রাজর্ষি —রাজা অথচ ঋষি-(জনক) রাজশ্রেষ্ঠ।
সপ্তর্ষি —৭ নক্ষত্র, মরিচী-অত্রি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-বশিষ্ঠ=এই সাত ঋষি।
দেবর্ষি —নারদ-মরীচি-অত্রি-ভরদ্বাজ-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-প্রচেতাঃ=১০, মতান্তরে (ভরত, তুম্বুরু, কণাদ)
সুরর্ষি —দেবর্ষি, নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি।

মহর্ষি —প্রধান ঋষি, ব্যাসাদি মুনি।

ব্রহ্মর্ষি —বশিষ্ঠাদি মুনি গণ।

অসি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

প্রচেতসী —প্রচেতা মুনির কন্যা বিং, কট্‌ফল।

ত্রয়োদশী —তিথি বিং,চন্দ্রের ১৩শ কলার ক্রিয়াকাল।

পঞ্চদশী —অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বেদান্ত গ্রন্থ বিং।

চতুর্দ্দশী —পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পূর্ব্ব তিথি।

ক্রতুধ্বংশী —যিনি দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেন-শিব।

বলিধ্বংসী —বিষ্ণু, নারায়ণ।

পৈঠীনসি —মুনি বিং।

গোপানসী—ঘরের চালের বা ছাদের বক্রকাষ্ঠ, পাইড়

বারণসী —[বরাণসী, বারাণসী, বরণসী] কাশী।

অমাবসী —(অমামসী) কৃষ্ণ পক্ষের শেষ তিথি।

বারিমসী —[জলমসী] মেঘ,জলদ-ইহাদের বর্ণ মসীবৎ

তিগ্মরশ্মি —[উষ্ণরশ্মি] সূর্য্য, দিবাকর।

সিতরশ্মি —[শুভ্ররশ্মি] বিধু, ইন্দু,শশধর, শ্বেতকিরণ।

কুড্যমৎসী—গৃহগোধিকা, জ্যেষ্ঠী, টিকটিকী।

সমাকর্ষী —আকর্ষণ কারী, অতি দূরগামী গন্ধ।

মলাকর্ষী —মল পরিষ্কারক, সম্মার্জ্জক, হাড়ি, মেথর।

সূক্ষ্মদর্শীঃ —অতিশয় বুদ্ধিমান্।

দীর্ঘদর্শী —পরিণামদর্শী, পণ্ডিত, গৃধ্র, ভল্লুক, বুধ।

তত্ত্বদর্শী —তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্রদর্শী —[বিধিদর্শী] শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মজ্ঞ, বিধানবেত্তা।
গুণদর্শী —গুণমাত্র দর্শী, অদোষ দর্শী, সারগ্রাহী।
অল্পদর্শী —যে বিচক্ষণ নয়, যাহার বিজ্ঞতা জন্মে নাই
সর্ব্বদর্শী —অভিজ্ঞ, বুদ্ধ, পরমেশ্বর।
দূরদর্শী —[বহুদর্শী] পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দীর্ঘ দৃষ্টিবিশিষ্ট।
পারদর্শী —পরিণাম দর্শী, বিজ্ঞ, পটু, তৎপর, সমর্থ।
সুধাবর্ষী —চন্দ্র, ব্রহ্মা, বুদ্ধি বিং।
পরমর্ষি —শ্রেষ্ঠ ঋষি।

অসি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

প্রেতরাক্ষসী —তুলসী বৃক্ষ।
পাড়াপড়সী —(দেং) প্রতিবাসী।
ভীমৈকাদশী —মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী।
পার্শ্বৈকাদশী —ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী।
কোলাবিধ্বংসী-ম্লেচ্ছ নায়ক বিং।
ভণ্ডতপস্বী —[কপটতপস্বী] ভক্ত বিটেল।
সহস্ররশ্মি —সূর্য্য, দিবাকর।
দোষৈকদর্শী —ছিদ্রান্বেষী, পাপাত্মা।
প্রতীপদর্শী —বিপরীত দর্শী।
ত্রিকালদর্শী —ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, মুনি, ঋষি।

অসি—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

অপেতরাক্ষসী—তুলসী বৃক্ষ।
শয়নৈকাদশী —আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী।

উত্থানৈকাদশী —কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী

নির্জ্জলৈকাদশী —জৈষ্ঠ মাসীয় শুক্লা একাদশী।

অখণ্ডদ্বাদশী —আগ্রহায়ণিক শুক্লা দ্বাদশী ব্রত।

মহতীদ্বাদশী —শ্রবণা দ্বাদশী, শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী

মদনদ্বাদশী —চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী।

অরণ্যদ্বাদশী —মার্গ শীর্ষার শুক্লা দ্বাদশী।

ভূতচতুর্দ্দশী —গৌণ কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।

শিবচতুর্দ্দশী —ফাল্গুণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী —কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী, ভূত চতুর্দ্দশী।

অতুহিনরশ্মি —সূর্য্য, উষ্ণরশ্মি।

পরিণামদর্শী —সূক্ষ্মদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ।

ব্যবহারদর্শী —বিচারক, জুরি।

অসি—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

মদনত্রয়োদশী —চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী।

অনন্তচতুর্দ্দশী —ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী —বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী।

অপরিণামদর্শী —অনভিজ্ঞ, অবিবেচক।

আসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আশী —সর্পের বিষদন্ত, অভিলাষ, আশীর্ব্বচন, সংখ্যা বিং, (৮০), খাদক, ভোক্তা।

কাশি —সূর্য্য, কাশ রোগ, বারাণসী।

কাশী —বারাণসী, কাশ রোগ।

কাসী —রোগ বিং, কাসরোগ।

কাঁসি —(দেং) বাদ্য যন্ত্র বিং।

খাশি —কেশ্যা তৃণ বিশিষ্ট পর্ব্বত।

খাসি —(দেং) মুস্ক ছেদ করা প্রাণী-যথা পাঁঠা'র খাসি

ঘাসি —অগ্নি, অনল।

ঘাসী —অগ্নি, বহ্নি, ঘাস বিক্রেতা।

চাষী —(দেং) কৃষক, চাষকারী।

দাসী —কিঙ্করী, পরিচারিকা।

নাশী —নাশশীল, নাশক, ছিদ্র রোধ করণ।

পাশী —বরুণ, যম, পাশধারী, ব্যাধ।

ফাঁসী —(দেং) উদ্বন্ধন, ফাঁস।

বাশি —অগ্নি, কৃশানু, অনল, পাবক।

বাসি —কুঠার বিং, বাইস, ধৌত, পর্য্যুসিত।

বাসী —বাস কারী, বাসিন্দা, বাইস, রেঁদা ইত্যাদি।

বাঁশী —(দেং) বংশী, মুরলী।

ভাষী —কথক-যে বলে।

ভাসী —দীপ্যমান, জলে সন্তরণ কারী।

মাসী —(দেং) মাতার ভগিনী।

মাংসী —জটামাংসী।

রাশি —পুঞ্জ, স্তূপ, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, নিকৃষ্ট।

সাশি —স্বচ্ছ পদার্থ-পরকলা, কাঁচ।

শ্বাসী —বায়ু, শ্বাস যুক্ত।

হাসি --(দেং) হাস্য, হাস।
আর্শি —(দেং) মুকুর, দর্পণ।

আসি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ছিয়াশী —[ছেয়াশী] সংখ্যা বিং, (৮৬)
প্রয়াসী —যত্নবান্, সচেষ্ট, প্রত্যাশাপন্ন।
বায়াসী —কাকমাচী, বায়স পত্নী।
একাশী —সংখ্যা বিং, [৮১]
নকাশি —কারুকার্য্য যুক্ত, নকশা কৃত।
নিকাসী —[যাং] নিকাস সম্বন্ধীয়।
বিকাশী —[-সী] বিকস্বর, প্রফুল্ল, বিকাশশীল।
নখাশী --পেচক, নখ ভক্ষক।
ভিক্ষাশী—ভৈক্ষ জীবী, ভিক্ষুক।
ভৈক্ষাশী—ভিক্ষা লব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কারী
পিঙ্গাসী —নীলিকা।
পঁচাশী —সংখ্যা বিং, (৮৫)
কুণ্ডাশী —কোট্না, কুণ্ডান্ন ভোজী।
সাতাশী —সংখ্যা বিং, (৮৭)
প্রত্যাশী—যে প্রত্যাশা করে-আকাঙ্ক্ষী।
আত্মাশী—যে স্বকুল খায়-মৎস্য, মাছ।
বিনাশী —সংহারক, ধ্বংস কারক, ঘাতক।
সন্ন্যাসী --ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী।
ঝম্পাশী —মাছরাঙ্গা পাখী।

কার্পাসী —কার্পাস বৃক্ষ, কাপাস গাছ।
নিবাসী —যে বাস করে-বাসকারী, বাসিন্দা।
প্রবাসী —বিদেশবাসী, প্রোষিত, নিঃসারিত।
বহ্বাশী —বহুভোজনশীল, যাহার বেশী আশা, অতৃপ্ত
সমাংশী —সমান ভাগী, তুল্য অংশী।
চুরাশী —[চৌরাশী] সংখ্যা বিং, (৮৪)
তিরাশী —[তেরাশী] সংখ্যা বিং, (৮৩)
দ্বিরাশী —যে দুই বার ভোজন করে-দ্বির্ভোজী।
বরাশি —স্থূল বস্ত্র, মোটা কাপড়।
বরাসি —উত্তম খড়্গ, খড়্গাধারী, মোটা কাপড়।
বিরাশী —সংখ্যা বিং, (৮২)
বার্রাশি —সমুদ্র, পারাবার, সাগর।
সাঁড়াশী —(দেং) লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র সিং।
গলাসী —(দেং) গবাদির গলবন্ধন রজ্জু।
পলাশী —বৃক্ষ বিং, রাক্ষস, দেশ বিং।
বিলাসী —বিলাস পরায়ণ, শিব, কন্দর্প, কৃষ্ণ, অগ্নি।
মাংসাশী —যে মাংস ভক্ষণ করে।
অংশাংশী—যে ব্যক্তি ভাগের ভাগ পায়।
দ্বিশ্বাশী —আস্কোলোটল জীব।
বিশ্বাসী —যে বিশ্বাস করে, যাহার বিশ্বাস আছে।
প্রহাসী —যেব্যক্তি অতিশয় হাসায়,ভাঁড়, চাষা।
কৃশাশ্বী —নট, নর্ত্তক।

আসি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অষ্ট-আশী —[অষ্টাশী] সংখ্যা বিং, (৮৮)

উন-আশী —সংখ্যা বিং, (৭৯)

জিতকাশি —দৃঢ় মুষ্টি, করমুষ্টি।

জিতকাশী —জয়শীল, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত, যুদ্ধে জয়ী।

কিরাতাশী —গরুড়, খগপতি।

ঘটদাসী —[কুম্ভদাসী] দূতী, কুট্‌নী।

দেবদাসী —দেবালয়ের নর্ত্তকী, বেশ্যা, বন্যবীজপুর।

পাশাপাশী —[দেং] কাছাকাছি, নিকট। নিকটী।

বটবাসী —উপ দেবতা বিং, যক্ষ, বটবৃক্ষে বাস কর্ত্তা।

দণ্ডবাসী —দ্বার পাল, একগ্রামের শাসন কর্ত্তা।

প্রতিবাসী —পড়সী, পাড়াপড়সী।

অন্তবাসী —[অন্তেবাসী] শিষ্য, নীচ, নিকট, চণ্ডাল।

অধিবাসী —বাসিন্দা, নিবাসী লোক।

বিন্ধ্যবাসী —মুনি বিং, ব্যাড়ি মুনি।

দ্যুনিবাসী —স্বর্গবাসী, দেবতা, ধার্ম্মিক, আদিতেয়।

উপবাসী —যে উপবাস করিয়া আছে-অনাহারী।

বিলেবাসী —ভোগী, যে গর্ত্তে বাস করে-ভুজঙ্গ, সর্প।

কোষবাসী —শম্বুক, তন্তুকীট, কোষ মধ্যস্থ।

প্রিয়ভাষী —মনোজ্ঞ বক্তা-যে প্রিয় কথা কহে।

উচ্চভাষী —উগ্রবক্তা-যে কড়া কথা কহে।

চাটুভাষী —চাটুকার, খোষামোদিয়া।

মিতভাষী —যে ব্যক্তি অল্প কথা কয়।
অবভাসী —দীপ্তিমান্, উজ্জ্বল।
ব্যাবভাষী —পরস্পর ক্রোধ প্রকাশ, আক্রোশন।
বহুভাষী —বাচাল-যে অনেক কথা বলে, বাবদূক।
পৌর্ণমাসী —পূর্ণিমা তিথি, বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী।
অমাবাসী —কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, অমাবস্যা।
জটামাংসী —লতা বিং, সুগন্ধি দ্রব্য বিং।
রূপরাশি —স্বরাশির গুণিত ফল, লাবণ্য সমূহ।
তপোরাশি —তপস্বী, মুনি।
অম্বুরাশি —[অম্ভোরাশি, বারিরাশি] সমুদ্র, সাগর।
সমরাশি —সমানাংশে বিভাজ্য রাশি-২, ৪ ইত্যাদি
অনিলাশী —বায়ু ভক্ষণ করণ, উপবাস, বায়ুভোজী।
অভিলাষী —লোভী, লুব্ধ, প্রার্থী, লোলুপ, গৃধ্নু।
আমিষাশী —যে আমিষ ভোজন করে, মাংস ভোজী।
ছিদ্রশ্বাসী —মাঠ মাকড়া।
লোমশ্বাসী —মাকড়সা, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি।
অট্টহাসী —শিব, মহাদেব, উচ্চহাস্য।
ব্যবহাসী —পরস্পর হাস্য করণ।
পরিহাসী —পরিহাস কর্ত্তা।
কেশপাশী —শিখা, চূড়া।

আসি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

শ্মশানবাসী —শিব, মহাদেব-যে শ্মশানে বাস করে।

অরণ্যবাসী —[আরণ্যবাসী] তপস্বী, মুনি, সন্ন্যাসী।

চিরপ্রবাসী —যে ব্যক্তি বহুদিন দূর দেশে থাকে,
রোগী, পরান্ন ভোগী, পরবশসায়ী।

উপাংশুবাসী--[বিজনবাসী] যে নির্জ্জনে বাস করে।

গজকুর্ম্মাশী —গরুড়, খগেন্দ্র।

অনন্তরাশি —অঙ্ক শাস্ত্রে যে রাশির সীমা অনির্দ্ধারণীয়

আরণ্যরাশি--সিংহ-মেষ-বৃষ এবং মকর রাশির ১মাংশ

দ্বিপদরাশি —মিথুন-তুলা-কুম্ভ-কন্যা-ধনুর পূর্ব্ব ভাগ।

অরূপরাশি —যাহার ঠিক মূল বাহির হয়, করণী।

কৃত্রিমরাশি —যে রাশি অন্য২ রাশির গুণে উৎপন্ন হয়

বিষমরাশি —যে রাশি২সমানাংশ হয়না-যথা১, ৩আদি

আসি—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

প্রতিবেশবাসী —প্রতিবাসী, পড়্সী।

উর্ম্মিলাবিলাসী—লক্ষ্মণ।

মেঘনাদানুলাসী--ময়ূর, কলাপী।

ইসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কৃষি —কৃষি কর্ম্ম, চাসবাস, ভূমি, কৃষক।

ত্বিষি --তেজঃ, রশ্মি, কিরণ।

দৃশি --[দৃশী] চক্ষু, লোচন।

নিশি —রজনী, রাত্রি, নিশা।

পিশী —জটামাংসী, গন্ধ দ্রব্য বিং।

পিসী --[দেং] পিতার ভগিনী।

স্পৃশী —কন্টকারী বৃক্ষ।

বৃষি —[বৃষী] ব্রতীদিগের কুশাদি নির্ম্মিত আসন।

বৃষী —ময়ূর, ক্রুদ্ধ।

মিশি —[মিষি,মিসি,মিসী] মৌরী, নিরাশ্রয়, শতপুষ্প, অজমোদা, মঞ্জন, শলুফা, জটামাংসী।

ঋষি —[রিষি] মুনি, তপস্বী, বেদ, কিরণ,মৎস্য বিং।

শিশি —[যাং] কাচ নির্ম্মিত পাত্র বিং।

হৃষী —ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়।

ঘৃষী —শূকর, বরাহ।

ঈর্ষ্যী —ঈর্ষা বিশিষ্ট।

ইসি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বাগীশী—বাগ্দেবী, সরস্বতী।

মনীষী —বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, বিদ্বান্।

তরীষী —ইন্দ্র কন্যা, গাছ, বৃক্ষ।

বরিশী —[বড়িশী] বড়্শী।

অশিশ্বী —শিশু হীনা, পুত্র কন্যা বিহীনা স্ত্রী।

ইসি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

পট্টমহিষী —[পাটমহিষী] রাজার প্রধানাস্ত্রী, পাটরাণী

ধূমমহিষী —কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা।

ইসমূনবিসী —[যাং] নাগের লিষ্টি, সাক্ষির ফর্দ্দ।

উসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উশী —বাঞ্ছা, ইচ্ছা।

কুশী —বাল্মীকি, (দেং) ক্ষুদ্র কোশা, লাঙ্গল-ফাল।

খুশী —(যাং) আনন্দিত, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট।

ঘুষি —[দেং] কীল, মুষ্টি, মুটা।

চুষী —[দেং] রংকরা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিং, ক্ষুদ্র লাটীম।

টুষী —(দেং) চুট্‌কি, অঙ্গুলি দ্বয়ের শব্দ।

দূষি —[দূষী] নেত্রমল, চোকের পিঁচুটী, তূলিকা।

ভুষী —[তুসী] (দেং) যব-গোধূমাদির তুঁষ, খোসা।

মূষী —স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মুচী, ইন্দুর।

শুযি —শুষ্ক করণ, বিবর, গর্ত্ত, ছিদ্র।

সুযি —গর্ত্ত, ছিদ্র, বিল, বংশী বিং।

উসি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

আঁকুযি —[দেং] নগা, আকর্ষণী।

খুষ্‌খুশী —কাশের গতিকে কণ্ঠ কুজন, কাশী।

বিদুষী —বিদ্যাবতী স্ত্রী, পণ্ডিতা।

বার্দ্ধুষি —বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর।

মানুষী —মানবী, নারী।

শেমুষী —বুদ্ধি, মতি, জ্ঞান।

মৌরুসী —[যাং] চির স্বত্ব বিশিষ্ট।

উসি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

আলকুশী —[দেং] লতা বিং।

শতারুষী —কুষ্ঠ রোগ বিং।

কাণখুকুসী—[দেং] কর্ণমলা পরিস্কারক শলাকা-শোধন

এসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কেশী —দৈত্য বিং, সিংহ, বিষ্ণু, প্রশস্ত কেশধারী।

খেসী —[যাং] আত্মীয়, সাঁগাত।

দেশী —রাগিণী বিং, দীপক, দেশ সম্বন্ধীয়।

দ্বেষী —হিংসক, বৈরী, রিপু।

পেশি —বজ্র, শত কোটী, ডিম্ব.খড়্গাদির কোষ,মাংস-পিণ্ড, নদী বিং, পিশাচী বিং।

পেশী —ডিম্ব, মুকুল, রাক্ষসী বিং, নদী বিং।

বেশী —বেশ কারক,পরিচ্ছদ যুক্ত, [দেং] অধিক।

মেষী —স্ত্রী জাতীয় মেষ,জটামাংসী, তিনীশ বৃক্ষ।

হেষী —অশ্ব, ঘোটক।

এসি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বিকেশী —শিবপত্নী, ভগবতী, মহীরুহ, কেশবর্জ্জিতা স্ত্রী

সুকেশী —সুকেশা স্ত্রী, অপ্সরা বিং।

আদেশী —উপদেশক, পুরোহিত, গণক।

বিদেশী —ভিন্ন দেশ বাসী।

বিদ্বেষী —শত্রু, দ্বেষকারী, হিংসক।

সুবেশী —উত্তম বেশ ধারী, সুসজ্জিত।

এসি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

মিশ্রকেশী—মেনকার সখী।

মুঞ্জকেশী —বিষ্ণু, নারায়ণ।

মঞ্জুকেশী —শ্রীকৃষ্ণ, মনোহর কেশবিশিষ্ট।

মুক্তকেশী —আলুলায়িত কেশা-কালী।
অবকেশী —অফল বৃক্ষ, বন্ধ্যা, নিস্ফল, অল্প কেশযুক্তা।
সর্ব্বকেশি —নট, নৃত্যকারক, ভাঁড়।
ব্যোমকেশী -মহাদেব, শঙ্কর।
কেশাকেশি -চুলোচুলি, পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া যুদ্ধ
প্রায়ুধেষী —[প্রায়ুধেষ] ঘোটক, অশ্ব।
ছিদ্রান্বেষী —যে দোষ অনুসন্ধান করে।
আম্রপেষী —আমৃশী, আম্র চূর্ণ।
কালপেষী —শ্যামা লতা বিং।
মাংসপেশী- মাংসপিণ্ড, গর্ভস্থ অবয়ব বিং।
প্রতিবেশী —[প্রাতীবেশী] প্রতিবাসী, পড়্সী।
ছদ্মবেশী —যে ছদ্মবেশ করে, কাপটিক, প্রতারক, ক্রীড়ক
সর্ব্ববেশী —নট, সকল বেশ ধারী।

এসি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সিন্ধুরদ্বেষী —সিংহ, পশুরাজ।
দণ্ডোপবেশী—যাহারা দাঁড়ে বসে-পক্ষ্যাদি।

ঐসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

বৈশ্বী —উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।
হিতৈষি—হিতাভিলাষী।

ওসি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কোশী —ক্ষুদ্র কোশা, শস্যের শুঁয়া, পাদুকা, জুতা।
কোষী —আম্র বৃক্ষ, জুতা, শুঙ্গা, তাম্রপাত্র বিং।

দোষী —দোষ যুক্ত, অপরাধী, অশুদ্ধ, পাপী।

ওসি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ব্যাক্রোশী—পরস্পর কটূক্তি।

নির্দ্দোষী —দোষ রহিত, নিরপরাধী।

ওসি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ব্রহ্মকোশী—অজমোদা, জোয়ান।

উষ্ট্রক্রোশী—যে উষ্ট্রের ন্যায় শব্দ করে।

ব্যাবক্রোশী—পরস্পর আক্রোশন।

পরিমোষী—অপহরণ কারক, চোর।

বসন্তঘোষী—কোকিল, পরভৃত।

সু। (১) একাক্ষর।

সু —উত্তম, শোভন, অত্যন্ত, সমৃদ্ধি, শুভ, অনায়াস, পূজা, উৎকর্ষ, কষ্ট, হর্ষ, আনন্দ, অনুমতি, প্রসব। (ধা) প্রসব ক্র-প্রসব, সুবন, সুতা, সোম, আসব।

সূ —প্রেরণ, প্রসব কর্ত্তা, উৎপাদক, (ধা) প্রসব ক্র-উৎসব, প্রসব, সূতি, রাজসূয়, সূত।

অসু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

অসু —প্রাণ, শরীরান্তর্গত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, যথা—প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান=৫, চিত্ত, তাপ

অংশু —কিরণ, রশ্মি, সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, আঁস, সূর্য্য।

পশু —চতুষ্পদ জন্তু, শিবানুচর, প্রাণী, যজ্ঞ, পরমাত্মা, ডুম্বুর বৃক্ষ, উপদেবতা বিং।

প্রসূ —মাতা, লতা, কদলী বৃক্ষ, ঘোটকী।

বসু —দীপ্তি, মধুর, শুষ্ক, কুলীন কায়স্থের পদবি বিং, সূর্য্য, শিব, বৃক্ষ, কুবের, পুষ্করিণী, মৎস্য বিং, সোণা মুগ, রাজা, যোৎ দড়ি, অষ্টবসু যথা— ভব-ধ্রুব- সোম-বিষ্ণু- অনিল-অনল-প্রত্যুষ- প্রভাস=৮, সংখ্যা বিং, অষ্ট সংখ্যা, গণ, দেবতা বিং, রশ্মি, অগ্নি, বক বৃক্ষ, জল, হাটক, শ্যাম, ধন, রত্ন, বৃদ্ধৌষধ, লবণ, স্বর্ণ।

ব্যসু —পরলোকগত, উপরত, অচেতন, জীবন শূন্য।

দস্যু —অপহারক, উৎপীড়ন কারী-চোর, ডাকাইত।

কর্ষূ —কৃষিকর্ম্ম, করীষাগ্নি, ক্ষুদ্র জলাশয়, কুল্যা।

পর্শু —পরশু, কুঠার।

পর্শূ —পাঁজরা, পার্শ্বের অস্থি।

অসু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

দস্রসূ —সূর্য্য পত্নী, অশ্বিনী কুমারের মাতা, সংজ্ঞা।

বীজসূ —[রত্নসূ] পৃথিবী, ধরণী।

পুত্রসূ —প্রসূতি, পুণ্য ভূমি।

ধনসূ —পক্ষী বিং, কলিঙ্গ।

জীবসূ —যে স্ত্রী জীবিত পুত্র প্রসব করে।

তুর্ব্বসু —যযাতি রাজার পুত্র, চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিং।

অগুঃসূ—ধূম, ধোঁয়া।

ধর্ম্মসূ —ফিঙ্গা পাখী।

পরশু —কুঠার, টাঙ্গি।

বীরসূ —বীর প্রসবিনী, বীর মাতা।

আশংসু—প্রার্থক, ইচ্ছুক, কথয়িতা, আশংসিতা।

ভীষ্মসূ —ভীষ্মের মাতা-গঙ্গা।

ব্রহ্মসূ —প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কামদেব।

জিঘৎসু—ক্ষুধাতুর, হিংসক, মারাত্মক।

বিভৎসু—অর্জ্জুন।

অসু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

যজ্ঞপশু —ঘোটক, ছাগ।

গ্রাম্যপশু —গো-মেষ-ছাগ-মনুষ্য-অশ্ব-অশ্বতর-গর্দ্দভাদি

পিতৃপ্রসূ —পিতামহী, পিতৃজননী, সায়ংকাল, সন্ধ্যাকাল

শনিপ্রসূ —ছায়া, সূর্য্যপত্নী।

বীরপ্রসূ —বীর প্রসবিনী, বীর মাতা।

বলপ্রসূ —বলরামের মাতা-রোহিণী।

মসিপ্রসূ —লেখনী, কলম, দোয়াত, মস্যাধার।

বহুপ্রসূ —যে স্ত্রী অনেক প্রসব করিয়াছে।

ইচ্ছাবসু —কুবের, ধনপতি।

অষ্টবসু —দেবগণ বিং, সাবিত্র-ধ্রুব-সোম-ভব-অনিল-
অনল-প্রত্যূষঃ-প্রভাস-এই ৮ বসু।

বিভাবসু —হার বিং, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, চিত্রক-আকন্দ বৃক্ষ

বিশ্বাবসু —গন্ধর্ব্ব বিং, রাত্রি বিং।

পুরাবসু —দেবতা বিং, ভীষ্ম, গাঙ্গেয়।

পুনর্ব্বসু —বিষ্ণু, শিব, নক্ষত্র বিং, মুনি বিং,ধনারম্ভ, সপ্তম নক্ষত্র, লোক ভেদ।

খণ্ডপর্শু —পরশুরাম,শিব, ভগ্ন দন্ত হস্তী, রাহু।

পত্রপর্শু —অস্ত্র বিং, ছেনী।

অসু—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

দ্বিগর্ভপশু —কাঙ্গারু পক্ষী।

মন্দিরপশু —মার্জ্জার, বিড়াল।

লক্ষ্মণপ্রসূ —লক্ষ্মণের মাতা, সুমিত্রা, ঔষধ বিং।

খণ্ডপরশু —জামদগ্ন্য, পরশুরাম, শিব।

পত্রপরশু —অস্ত্র বিং, ছেনী।

অসু—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

বিচিত্রবীর্য্যসূ—সত্যবতী, শান্তনু রাজার মহিষী।

আসু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আশু —আউস ধান, শীঘ্র, দ্রুত, ক্ষিপ্র, ঝটিতি।

কাসু —অস্পষ্ট বাক্য,শক্তি অস্ত্র,দীপ্তি,বুদ্ধি,রোগবিং।

স্থাসু —শারীরিক বল, শক্তি।

পাংশু—[-সু] অনেক দিনের সঞ্চিতগোবর,সার, পাপ, রজঃ, কর্পূর বিং, ধূলা, ধূলি।

প্রাংশু—উচ্চ, ঊর্দ্ধ, উন্নত।

বাসু —পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, বিষ্ণু, নারায়ণ, বিশ্বরূপ।

বাসু —নাট্যোক্তিতে-বালিকা।

ভাসু —সূর্য্য, দিবাকর।

আসু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

জিজ্ঞাসু—জানিবার জন্য ইচ্ছুক, মুমুক্ষু।

জিঘাংসু—বধেচ্ছু, শত্রু, বৈরী।

যিযাসু—গমনাভিলাষী।

গতাসু—[পরাসু] মৃত, গতপ্রাণ, মরা।

সিতাংশু—[সুধাংশু, শুভ্রাংশু, হিমাংশু] চন্দ্র, কর্পূর।

সপ্তাংশু—অগ্নি, শনিগ্রহ, ক্রূরনেত্র।

চন্দ্রাংশু—চন্দ্রের কিরণ, সূর্য্য।

উষ্ণাংশু—[তিগ্মাংশু, খরাংশু] সূর্য্য, দিবাকর।

আসু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

প্রালেয়াংশু—[তুহিনাংশু, তুষারাংশু] চন্দ্র, কর্পূর।

সহস্রাংশু—দিবাকর, রবি।

দ্বাদশাংশু—বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য।

ষোড়শাংশু—শুক্রগ্রহ, দৈত্য গুরু।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর

ইসু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ইশু—(ইং) বিচার্য্য বিষয়।

ইষু—যে হিংসার জন্য গমন করে, বাণ, শর।

পিশু—[দেং] ক্ষুদ্র কীট, ছার পোকা।

বিষু—সাম্য, নানারূপতা।

শিশু—বালক, পোত-৮ বা ১৬ বৎসর বয়স্ক, ডিম্ব।

দিৎসু—দানেচ্ছু, দাতা, বদান্য।

ঈপ্সু —ইচ্ছুক।
ধিপ্সু —প্রতারক, ছলেচ্ছু।
লিপ্সু —লাভেচ্ছা, গৃধ্নু, লোভী, কামী।

ইসু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

চিকীর্ষু —ইচ্ছুক, করণাভিলাষী।
দিধিষু —দুইবার বিবাহিত পুরুষ।
দিধিষূ —দ্বিরূঢ়া, অনূঢ়া জ্যেষ্ঠর ঊঢ়া ভগী
নিনীষু —নয়নেচ্ছুক, প্রাপণোদ্যত।
অভীশু —[অভীষু] কিরণ,লাগাম,অভিলাষ,অঙ্গুলি,কাম
বরীষু —অভিলাষ, কামনা, কাম।
বিধিৎসু —বিধানেচ্ছুক।
সন্ধিৎসু —সন্ধান করিতে ইচ্ছুক।
অভীপ্সু —ইচ্ছুক, অভিলাষী।
তিতীর্ষু —তরণেচ্ছু।
জিহীর্ষু —হরণেচ্ছুক, আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক।

ইসু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শিশয়িষু —শয়ন করিতে ইচ্ছুক।
বিজিগীষু —জয়াকাঙ্ক্ষী, যে জয় করিতে ইচ্ছা করে
পিপতিষু —পতচ্ছুক, পক্ষী।
মিমন্থিষু —মন্থন করিতে ইচ্ছুক, ধ্বংসেচ্ছু।
মিমিক্ষু —মিশ্রিত করিতে অভিলাষী।
জিজীবিষু —জীবনাভিলাষী, বাঁচিতে ইচ্ছুক।

জিগমিষু —গমনাভিলাষী, গমনেচ্ছু।

জিগরিষু —গ্রহণেচ্ছুক।

অচিকীর্ষু —কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, অলস।

বিজিহীর্ষু —বিহার করিতে ইচ্ছুক।

সঞ্জিহীর্ষু —সংহার করিতে ইচ্ছুক।

ইষু— অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

জিজ্ঞাপয়িষু —জানাইতে ইচ্ছুক।

অগ্রেদিধিষু —অনূঢ়া জ্যেষ্ঠার বিবাহিতা কনিষ্ঠা সহোদরা, দ্বিতীয় বার বিবাহিতার স্বামী।

প্রতিচিকীর্ষু —প্রতিকার ইচ্ছুক।

উপচিকীর্ষু —উপকার করিবার ইচ্ছুক।

উষু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কুষু —কেঁচো, ভূলতা।

ঢুশু —(দেং) শয়ন ক্ল, শয়িত।

উষু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

শুশ্রূষু —সেবক, শ্রবণেচ্ছু।

বহুসূ —শূকরী, বহু প্রসবা।

যুযুৎসু —যাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে।

মুমূর্ষু —মৃত প্রায়, মরিতে ইচ্ছুক।

প্রতিরুরুষু—রোদনেচ্ছু, ভাষণেচ্ছু।

এপ্সু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

প্রেপ্সু —পাইতে ইচ্ছুক, প্রাপ্তেচ্ছু।

পঞ্চেষু —কন্দর্প, পঞ্চশরঃ, মদন।

পুষ্পেষু —ঋতূৎসব, পুষ্পায়ুধ, কন্দর্প।

এসু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

প্রসূনেষু —কন্দর্প, মদন, কামদেব, অনঙ্গ।

বিষমেষু —পঞ্চবাণ, কামদেব।

অপরাদ্ধেষু—যাহার বাণ লক্ষ্যে পড়ে নাই।

সে—অন্ত।

সে —অভিপ্রেত ব্যক্তি।

মিনুসে —ইতর ভাষায় স্বামী, মনুষ্য।

চামসে —(দেং) শুষ্ক চর্ম্ম বৎ দুর্গন্ধি।

অক্লেশে—[দেং] অনায়াসে।

সৈ। (১) একাক্ষর।

সৈ —সই, বয়স্যা সখী, [ধা] ক্ষয়-অবসান, ব্যবসায়।

শৈ্য—[ধা] গমন-শীত, শ্যান, শীন, শ্যাল, শ্যালক।

সো। (১) একাক্ষর।

শো--[ধা] তীক্ষ্ণ করু-শিত, শাণ, শূক, শত, শাতন।

সো—[ধা] মরণ, অন্তকর্ম্ম-সিত, সিতি, সায়, অবসান, সায়ী

এসো—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কেসো —(দেং) কাসরোগ যুক্ত।

ফেঁশো —(দেং) সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, আঁশ, অংশু।

মেসো —(দেং) মেসুয়া, মাসীর স্বামী।

হ। (১) একাক্ষর।

হ —হাস্য, উচ্চ হসিত, মত্ত, সুরামত্ত, শিব, জল, শূন্য, ধ্যান, মঙ্গল, আকাশ, ব্যোম, স্বর্গ, রক্ত, মৃত্যু, ভয়, জ্ঞান, চন্দ্র, বিষ্ণু, সমর, রোমাঞ্চ, অশ্ব, গর্ব্ব, অহমিকা, চিকিৎসক, কারণ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্মী, নিন্দা।

অহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

অহ্ —(ধা) গমন—অংহতি, অংহন, অংহিত।

গহ্ —(ধা) নিবিড়—গাঢ়, প্রগাঢ়, গহ, গহন, গহ্বর।

গ্রহ্ —(ধা) লওন, গ্রহণ—গৃহ, গ্রহণ, আগ্রহ, নিগ্রহ।

দহ্ —(ধা) ভস্মী করণ—দহন, দাহন, দাহ, দগ্ধ, দহ্যমান

নহ্ —(ধা) বন্ধন—সন্নহন, সন্নাহ, নদ্ধ, আনদ্ধ, সন্নদ্ধ, নদ্ধ্রী

বহ্ —(ধা) প্রাপ্তি পূর্ব্বক অন্যত্র গমন—সমূঢ়, বহন, গমন—বহন, বহন্তী, প্রবাহ, বহন্ত, বিবাহ।

মহ্ —(ধা) পূজা—মহ, মহিষ, মহাশয়, মহিলা, মহতী।

রহ্ —(ধা) ত্যাগ—বিরহ, রহিত, রহণ, রাহু।

সহ্ —(ধা) ক্ষমা, সহ্য—সহন, উৎসাহ, সোঢ়, সহনীয়।

গর্হ্ —(ধা) কুৎসন, গর্হণ, বিগর্হণ, গর্হিত, বিগর্হিত।

অহ —প্রশংসা, নিয়োগ, নিগ্রহ, আচারাতিশয়, পূজা।

গ্রহ —সূর্য্যাদিনবগ্রহ, স্বীকার, আদান, গ্রহণ, অধ্যবসায়, আগ্রহ, জ্ঞান, বালঘাতিনী, ধারণ, গ্রাস, রণোদ্যম, সন্নিকর্ষ, নির্ব্বন্ধ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, পূতনাদি

দহ —গহ্বর, গুহা, গর্ত্ত, গহ্বরা।

দ্ব্যহ —দুই দিন, দুই দিবস।

বহ —ঘোটক, বায়ু, যান, বাহন, বৃষের স্কন্ধদেশ, পন্থা, পরিমাণ বিং, নদ, বাহু, বহনকারী।

মহ —উৎসব, দীপ্তি, আলোক, মহিষ, যজ্ঞ।

গ্লহ —পাশা খেলার পণ, দ্যূত পণ।

সহ —অগ্রহায়ণমাস,বল,শক্তি,সহিষ্ণু,কষ্টভোগী,সঙ্গে, সমর্থ, সাহিত্য, সাকুল্য, সমৃদ্ধি, বিদ্যমানতা, সাদৃশ্য, সহায়, সহিত, সম্বন্ধ।

অহং —[অহম্] আমি।

অংহঃ—পাপ, পাতক,দুরিত, দুষ্কৃত। রংহঃ—বেগ,দ্রুত

রহঃ —গোপন, শৃঙ্গার, গোপনীয় ধর্ম্ম, তত্ত্ব,নির্জ্জনে।

ব্রহ্ম —ঈশ্বর, জগৎ কর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, ব্রহ্ম-তেজঃ, তপস্যা, তপ, তত্ত্ব, দেব।

অর্হ —ইন্দ্র, যোগ্য, উপযুক্ত, পূজ্য, মান্য।

বর্হ —গ্রন্থিপর্ণী, পরিবার, ময়ূর পুচ্ছ, পত্র, সঙ্গী।

অহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অগ্রহ —গ্রহশূন্য, বিরুদ্ধ গ্রহের অদর্শন।

আগ্রহ —অতি যত্ন, আসক্তি, অতি ব্যগ্রতা, আক্রমণ, অনুগ্রহ, সাহায্য, সামর্থ্য, গ্রহণ, ব্যস্ততা।

শ্রীগ্রহ —পক্ষীর পানীয় শালা, শকুনি প্রপা।

নগ্রহ —অনুগ্রহের অভাব, বন্ধন, প্রহার, শাসন, তিরস্কার, চিকিৎসা, সীমা, হনন, কৃষ্ণ,সংযম

প্রগ্রহ —তুলা সূত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী, অশ্বাদির লাগাম, রজ্জু, বন্ধন, বন্দী, কয়েদী, হস্ত, কিরণ, কর্ণিকার বৃক্ষ, গ্রহণ, পুরস্কার।

বিগ্রহ —দেহ, মূর্ত্তি, সমাসের বাক্য, বিস্তার, বিভাগ, বিশেষ জ্ঞান, যুদ্ধ, বিবাদ, শালগ্রাম শিলা।

সংগ্রহ —[সঙ্গ্রহ] আহরণ, সঙ্কলন, সঞ্চয়, মুষ্টি।

দুর্গ্রহ —গন্ধগ্রহ, আঁকুষি, যা কষ্টে গ্রহণ করা যায়।

দোর্গ্রহ—বলবান্, হস্তগ্রহণ, হস্তের পীড়া।

পটহ —ঢক্কা, হিংসন, বধ, আড়ম্বর, সমারম্ভ, যুদ্ধকালীন বাদ্যমান ঢক্কা, অনেক বাদ্য, রণঢক্কা।

প্রত্যহ —[অন্বহ] দিন দিন, প্রতিদিন, অনুদিন।

দ্রুণহ —খড়্গ কোষ, খড়্গের খাপ।

ব্রণহ —ব্রণঘাতক, এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরেণ্ডা গাছ।

সোনহ —লশুন, রশুন।

আবহ —জনক, কারক, উৎপাদক, দাতা, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত এক বায়ু, ভূবায়ু, বহনকারী।

নিবহ —সমূহ, রাশি, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিং।

প্রবহ —সপ্তবায়ুর অন্তর্গত ২য়বায়ু,নগরাদির বহির্গমন

সুবহ —অনায়াসে বহনীয়-সুখবাহ্য, ধৈর্য্যশালী।

সংবহ —বায়ু বিং, বহন।

উদ্বহ —সন্তান, বর, নায়ক, বায়ু বিং, উত্তম।

দুর্ব্বহ —দুর্ব্বাহ্য, অতিভার, দুঃসহ, ভারাক্রান্ত।

দ্ব্যহ —দুই দিন, দুই দিবস।

বহ —ঘোটক, বায়ু, যান, বাহন, বৃষের স্কন্ধদেশ, পন্থা, পরিমাণ বিং, নদ, বাহু, বহনকারী।

মহ —উৎসব, দীপ্তি, আলোক, মহিষ, যজ্ঞ।

গ্লহ —পাশা খেলার পণ, দ্যূত পণ।

সহ —অগ্রহায়ণমাস,বল,শক্তি,সহিষ্ণু,কষ্টভোগী,সঙ্গে, সমর্থ, সাহিত্য, সাকুল্য, সমৃদ্ধি, বিদ্যমানতা, সাদৃশ্য, সহায়, সহিত, সম্বন্ধ।

অহং —[অহম্] আমি।

অংহঃ—পাপ, পাতক,দুরিত, দুষ্কৃত। রংহঃ—বেগ,দ্রুত

রহঃ —গোপন, শৃঙ্গার, গোপনীয় ধর্ম্ম, তত্ত্ব,নির্জ্জনে।

ব্রহ্ম —ঈশ্বর, জগৎ কর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, ব্রহ্ম-তেজঃ, তপস্যা, তপ, তত্ত্ব, দেব।

অর্হ —ইন্দ্র, যোগ্য, উপযুক্ত, পূজ্য, মান্য।

বর্হ —গ্রন্থিপর্ণী, পরিবার, ময়ূর পুচ্ছ, পত্র, সঙ্গী।

অহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অগ্রহ —গ্রহশূন্য, বিরুদ্ধ গ্রহের অদর্শন।

আগ্রহ —অতি যত্ন, আসক্তি, অতি ব্যগ্রতা, আক্রমণ, অনুগ্রহ, সাহায্য, সামর্থ্য, গ্রহণ, ব্যস্ততা।

শ্রীগ্রহ —পক্ষীর পানীয় শালা, শকুনি প্রপা।

নগ্রহ —অনুগ্রহের অভাব, বন্ধন, প্রহার, শাসন, তিরস্কার, চিকিৎসা, সীমা, হনন, কৃষ্ণ,সংযম

প্রগ্রহ —তুলা সূত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী, অশ্বাদির লাগাম, রজ্জু, বন্ধন, বন্দী, কয়েদী, হস্ত, কিরণ, কর্ণিকার বৃক্ষ, গ্রহণ, পুরস্কার।

বিগ্রহ —দেহ, মূর্ত্তি, সমাসের বাক্য, বিস্তার, বিভাগ, বিশেষ জ্ঞান, যুদ্ধ, বিবাদ, শালগ্রাম শিলা।

সংগ্রহ —[সঙ্গ্রহ] আহরণ, সঙ্কলন, সঞ্চয়, মুষ্টি।

দুর্গ্রহ —সন্দগ্রহ, আঁকুষি, যা কষ্টে গ্রহণ করা যায়।

দোর্গ্রহ—বলবান্, হস্তগ্রহণ, হস্তের পীড়া।

পটহ —ঢক্কা, হিংসন, বধ, আড়ম্বর, সমারম্ভ, যুদ্ধকালীন বাদ্যমান ঢক্কা, অনেক বাদ্য, রণঢক্কা।

প্রত্যহ —[অন্বহ] দিন দিন, প্রতিদিন, অনুদিন।

দ্রুণহ —খড়্গ কোষ, খড়্গের খাপ।

ব্রণহ —ব্রণঘাতক, এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরেণ্ডা গাছ।

গোনহ —লশুন, রশুন।

আবহ —জনক, কারক, উৎপাদক, দাতা, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত এক বায়ু, ভূবায়ু, বহনকারী।

নিবহ —সমূহ, রাশি, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিং।

প্রবহ —সপ্তবায়ুর অন্তর্গত ২য়বায়ু,নগরাদির বহির্গমন

সুবহ —অনায়াসে বহনীয়-সুখবাহ্য, ধৈর্য্যশালী।

সংবহ —বায়ু বিং, বহন।

উদ্বহ —সন্তান, বর, নায়ক, বায়ু বিং, উত্তম।

দুর্ব্বহ —দুর্ব্বাহ্য, অতিভার, দুঃসহ, ভারাক্রান্ত।

ধূর্ব্বহ —ভারবাহী, ধুরন্ধর।

বিরহ —বিচ্ছেদ, বিয়োগ, ত্যাগ, অস্থিতি, অভাব।

নড়হ —[লড়হ] কমনীয়, মনোহর, ললিত।

কলহ —বিবাদ, যুদ্ধ, ঝগড়া, খড়্গ কোষ, ভণ্ডন।

জলহ —জল যন্ত্র গৃহ।

পুলহ —সপ্ত ঋষির মধ্যে এক ঋষি, ব্রহ্মার মানস পুত্র

দুঃসহ —অসহ্য, অতি ক্লেশ দায়ক, উৎকট।

প্রসহ —শিকারী পক্ষী, শ্যেন প্রভৃতি।

সুসহ —সুখসহ্য, অনায়াসে সহনীয়।

অহহ —খেদ, আনন্দ, সম্বোধন, প্রকর্ষ, অদ্ভুত।

অনর্হ —অনুপযুক্ত, অযোগ্য।

প্রবর্হ —উত্তম, প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

অহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অনোকহ—বৃক্ষ, গাছ।

অঙ্গগ্রহ —আকর্ষণী, গাত্র বেদনা।

বচোগ্রহ —শ্রোত্র, কর্ণ।

সূর্য্যগ্রহ —সূর্য্য গ্রহণ, রাহু, কেতু, কলসীর তলা, রবি।

যষ্টিগ্রহ —লগুড় ধারী, যষ্টিধারী।

কাণ্ডগ্রহ —প্রকরণ বোধ, হিতাহিত জ্ঞান।

প্রতিগ্রহ —দান লওন, গ্রহণ, স্বীকার, ব্রাহ্মণকে বিধিবৎ দান, গ্রহভেদ, সৈন্য পৃষ্ঠ, প্রত্যভিযোগ, পিতৃদান, অনুগ্রহ, গ্রহ বিং, ব্রহ্মস্ব।

শক্তিগ্রহ —শিব, ষড়ানন,শব্দার্থবোধক বৃত্তির জ্ঞান।
গুদগ্রহ —উদাবর্ত্ত রোগ, মল বদ্ধ হওয়া।
হ্রদগ্রহ —কুম্ভীর, কুমীর।
শব্দগ্রহ —[ধ্বনিগ্রহ] শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ, শব্দ জ্ঞান।
অনুগ্রহ —উপকার, প্রসন্নতা, আনুকুল্য, দয়া।
উপগ্রহ --প্রাণীমাত্র,আনুকুল্য,অনুগ্রহ,বন্দী,কারারুদ্ধ
পাপগ্রহ --অর্দ্ধচন্দ্র, মঙ্গল-শনি-রবি-রাহু-কেতু=৫।
অবগ্রহ --গ্রহণ, স্বীকার, অনাবৃষ্টি, হস্তীর ললাট, প্রতিবন্ধ, বাধা, শাপ বাক্য, নিগ্রহ।
নবগ্রহ --চন্দ্র-সূর্য্য-রাহু-কেতু-মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি=৯ গ্রহ।
সবিগ্রহ —শরীর বিশিষ্ট, বোধক, তাৎপর্য্য সুচক।
অভিগ্রহ —আক্রমণ, লুঠ, সাহস, যুদ্ধার্থে সম্মুখে গমন, অভিযোগ, গৌরব।
নামগ্রহ —নামোচ্চারণ ক্রি, নাম ধরিয়া আহ্বান ক্রি।
করগ্রহ --পাণিগ্রহণ, বিবাহ, হস্ত ধারণ।
দুরাগ্রহ —দুশ্চেষ্টা, মন্দ বিষয়ে আসক্তি, দুষ্টাগ্রহযুক্ত
পরিগ্রহ —পত্নী,অধীনস্থব্যক্তি, স্বীকার,অধিষ্ঠান,সঙ্গম, গ্রহণ, মূল, কন্দ, শপথ, আদান, ভার্য্যা।
গলগ্রহ —তিথি বিং, মৎস্য কণ্ট, শ্বাসরোধ, অপরিহার্য্য আপদ। (দেং) উৎপাতকারক।
বালগ্রহ --বালকের ক্লেশদায়ক গ্রহ বিং।

ব্যালগ্রহ —সর্পগ্রাহী, সাপুড়িয়া।
তুষগ্রহ —অগ্নি, অনল।
পতদ্‌গ্রহ —পিক্‌দানী, নিষ্ঠীবন পাত্র।
অসদ্‌গ্রহ —বালকাদির অনুচিত আগ্রহ-আব্দার।
শর্দ্ধঞ্জহ —[শর্দ্ধংজহ] মরুৎক্রিয়াকারী, মাষ কলাই।
বিপ্রদহ —শুষ্ক ফল মূলাদি।
ভয়াপহ —ভয় নাশক, রাজা, নরপতি।
তমোপহ —চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জ্ঞান, দীপ, পুত্র।
ভয়াবহ —দারুণ, ভীষণ, ভয় জনক।
সুখাবহ —সুখ দায়ক, সুখজনক।
আজ্ঞাবহ—আদেশ প্রতিপালক-দাস, ভৃত্যাদি।
বার্ত্তাবহ —দূত, চর, বার্ত্তাশাস্ত্র।
গন্ধবহ —বায়ু, বাতাস, গন্ধযুক্ত।
পরাবহ —উপরিস্থিত সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত সপ্তমবায়ু।
পরিবহ —সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত ষষ্ঠ বায়ু।
আশাবহ —সূর্য্য, দিবাকর।
দোষাবহ —[নিন্দাবহ] যাহাতে দোষ আছে।
অশ্ববহ —অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।
রঘূদ্বহ —রামচন্দ্র।
রতোদ্বহ —কোকিল, পরভৃত।
সমুদ্বহ —বহনকারী, শ্রেষ্ঠ, উদ্বহন কর্ত্তা।
দুরুদ্বহ —যাহা বহন করা দুঃসাধ্য।

পিতামহ —পিতার পিতা, ব্রহ্মা, রাজা।
পৈতামহ —পিতামহ সম্বন্ধীয়।
মাতামহ —মাতার পিতা, মায়ের বাপ।
কামমহ —কামের উৎসব, চৈত্রী পূর্ণিমা।
বাক্কলহ —বাক্য দ্বারা বিবাদ, কথায় ঝগড়া করা।
কষ্টসহ —যে কষ্ট সহ্য করিতে পারে, ক্লেশসহিষ্ণু।
ঘাতসহ — যারা মুদ্গরাদির আঘাত সহ্য করিতেপারে
বাতসহ —বাতরোগী, উন্মত্ত, বায়ুগ্রস্ত।
উষ্ণাসহ —যে তাপ সহ্য করিতে পারেনা, হেমন্তকাল
দুষ্প্রসহ —[দুর্ব্বিষহ] যাহা সহ্য করা যায়না–অসহ্য।
ভারসহ —ভার সহন সমর্থ।
কালসহ —যাহাতে কালবিলম্ব সহ্য হয়,কালসহিষ্ণু।
অহরহঃ —প্রতিদিন, সর্ব্বদা।
অন্নব্রহ্ম —অন্নকে ব্রহ্ম অর্থাৎ দেবতা বলিয়া উপাসনা
পরব্রহ্ম —পরমপুরুষ,পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।
উপবর্হ —শিরোধান, বালিশ, উপাধান।
পরিবর্হ —পোষাক, রাজ যোগ্য দ্রব্য, গৃহ দ্রব্যাদি।

অহ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অনবগ্রহ —অপ্রতিকার্য্য, নবগ্রহহীন।
নিরবগ্রহ —স্বতন্ত্র, নিষ্প্রতিবন্ধক, অপ্রতিহত বৃষ্টি।
আত্মবিগ্রহ —আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ।
অস্থিবিগ্রহ —ভৃঙ্গী নামক শিবের অনুচর।

দুরভিগ্রহ —অপামার্গ বৃক্ষ, দুঃখগ্রাহ্য।
তোমরগ্রহ —গদাধারী, যোদ্ধা।
সম্পরিগ্রহ —স্বীকার, গ্রহণ।
নিষ্পরিগ্রহ —পরিব্রাজক, পরমহংস, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, পত্নী শূন্য, সংসার আসক্তি শূন্য।
লাঙ্গলগ্রহ —লাঙ্গল ধারী, কৃষক।
ব্রতসংগ্রহ —গুরু করণ, উপদেশ, দীক্ষা।
উপসংগ্রহ —পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম, অভিবাদন।
প্রেতপটহ —মৃত্যু কালে বাদনীয় বাদ্য বিং।
যশঃপটহ —ঢক্কা, ঢাক।
বিজয়াবহ —জয় সূচক।
দূষণাবহ দূষ্য, দোষ জনক।
সন্দেশবহ —দূত, বার্ত্তাবহ।
প্রপিতামহ—পিতামহের পিতা, ব্রহ্মা।
প্রমাতামহ —মাতামহের পিতা।
ওগয়রহ —(যাং) ইত্যাদি, সমুদায়।
তারকব্রহ্ম —ত্রাণ কর্ত্তা, ভগবান, ষড়ক্ষর মন্ত্র বিং।

অহ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

উপস্থনিগ্রহ —স্ত্রীসংসর্গাভাব, ইন্দ্রিয় দমন।
দারপরিগ্রহ —বিবাহ, স্ত্রীগ্রহণ।
অসৎপরিগ্রহ—অসৎ পাত্র হইতে দান গ্রহণ।
উত্তমসংগ্রহ —নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত পরস্পর আলি-

ঙ্গন ও সহাসনাদি রূপ মৈথুনী ভাব।

মধ্যমসংগ্রহ —অন্যের স্ত্রীর সহিত গোপনে প্রণয়।

সংগ্রামপটহ —রণ বাদ্য, যুদ্ধ সময়ে বাদনীয় বাদ্য।

একধুরাবহ —একবিধ ভারবাহী গবাদি।

অন্যোন্যকলহ-পরস্পর ঝগড়া।

পরিক্রমসহ —অজা, ছাগ, ছাগল।

অহ—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

প্রতিপত্তিপটহ —বাদ্য বিভেদ, নাগরা বাদ্য।

তাড়িতবার্ত্তাবহ—টেলিগ্রাফ।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ —প্রপিতামহের পিতা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ —প্রমাতামহের পিতা।

সর্ব্বলোকপিতামহ-ব্রহ্মা, বিধাতা।

আহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

গাহ্ —(ধা)প্রবেশ করা,বিলোড়ন-অবগাহন,গাহক।

আহ —ক্ষেপ, নিয়োগ, দৃঢ় সুভাষণ।

গ্রাহ —কুম্ভীর,হাঙ্গর, জলহস্তী, শুশুক, গ্রহণ, জ্ঞান।

দাহ —জ্বলন, সন্তাপ, পোড়ান।

নাহ —ফাঁদ, বাঁধা, বন্ধন।

প্রাহ —প্রকৃষ্টরূপে কথন, নৃত্য বিষয়ক উপদেশ।

বাহ —অশ্ব, বাজী, বৃষ, বায়ু, বাহু, পরিমাণ বিং, বাহক

মাহ —(দেং) মাস, দুই পক্ষ কাল।

ব্রাহ্ম —হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল দেশ, বিবাহ বিং, বেদ,

ব্রহ্মপুরাণ,নারদ,ব্রহ্মার পুত্র,ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়,ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রাহ্ম্য—বিস্ময়, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়।

আহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

কিয়াহ —রক্তবর্ণ ঘোটক।

একাহ —এক দিন, এক দিবস।

কোকাহ—শ্বেত ঘোটক, শাদা রঙ্গের ঘোড়া।

খোঙ্গাহ —[খাঙ্গাহ] শ্বেতপিঙ্গলাশ্ব।

বগাহ —(বিগাহ)স্নান, অবগাহন,মজ্জন,জলাবতরণ।

প্রগাহ —অশ্বাদির লাগাম, রজ্জু, তুলা সূত্র, নিক্তির দড়ি, বন্ধন, বন্দী, হস্ত, কিরণ, গ্রহণ, পুরস্কার, কর্ণিকার বৃক্ষ, কয়েদি।

সংগ্রাহ —[সঙ্গ্রাহ] ফলকের মুষ্টি,মুষ্টিদ্বারা বন্ধন,মুষ্টি।

খুঙ্গাহ —কৃষ্ণ বর্ণ অশ্ব।

উদ্গ্রাহ —গ্রহণ, প্রত্যুত্তর দান।

কটাহ —ভাজন খোলা,মহিষ শিশু,নরক বিং,দীপবিং

সপ্তাহ —সাত দিন।

বিনাহ —[বীনাহ] কুপের মুখের আচ্ছাদন।

গিনাহ —(যাং) কর্ত্তন, বাদ দেওন।

উন্নাহ —কাঞ্জিক, আমানি, কাঁজি।

সন্নাহ —কবচ, অঙ্গত্রাণ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া, পরিচ্ছদ।

পুণ্যাহ —পবিত্রদিন,বৎসরের খাজনা আদায়ের ১মদিন

বর্ণাহ —মুদ্গ, মুগ, বর্ণ যোগ্য।

নবাহ —নয় দিন, নূতন দিন, প্রতিপদ তিথি।

প্রবাহ —ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃষ্ট অশ্ব, জলস্রোত, ক্রমাগত চলন, পুষ্করিণী, জলাশয়, প্রসার, বিস্তার, গবাদির শ্রেণী, উত্তম ঘোটক, স্রোত

বিবাহ —[উদ্বাহ] পরিণয়, দার পরিগ্রহ, পরিবেদন, বিবাহ অষ্টবিধ, যথা—ব্রাহ্ম-আর্য্য-দৈব-প্রাজাপত্য-আসুর-গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস-পৈশাচ=৮

সংবাহ —অঙ্গ মর্দ্দন, গা টেপা, ভারাদি বহন।

নির্ব্বাহ —সম্পাদন, নিষ্পত্তি, সমাপ্তি, কার্য্য সাধন।

পর্ব্বাহ —পর্ব্বদিন, উৎসব দিন।

উরাহ —কৃষ্ণ বর্ণ পদ বিশিষ্ট ঘোটক বিং।

পরাহ —পরদিন, পর দিবস।

বরাহ —শূকর, বিষ্ণুর অবতার বিং, দ্বীপ বিং, পরিমাণ বিং, শিশুমার, মুস্তা, পর্ব্বত বিং।

বারাহ —শূকর সম্বন্ধীয়, রাক্ষস বিং, বৃক্ষ বিং।

সেরাহ —দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অশ্ব।

হলাহ —[হালাহ] নানাবর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব।

বোল্লাহ —অশ্ব বিং।

তুষাহ —জল, সলিল।

উৎসাহ —[প্রোৎসাহ] উদ্যম, অধ্যবসায়, স্থির যত্ন।

দশাহ —দশ দিন, প্রেতকৃত্য বিং।

সায়াহ্ন —সন্ধ্যা কাল, দিনান্ত। মধ্যাহ্ন—দিবামধ্য।

পূর্ব্বাহ্ণ —ত্রিধা বিভক্ত দিনের প্রথম ভাগ।
সর্ব্বাহ্ন —সমস্তদিন, সারাদিন।
পরাহ্ন —অপরাহ্ন, বিকাল, দিবসের শেষ ভাগ।
ব্যয়ার্হ —ব্যয় যোগ্য, খরচোপযুক্ত।
ভোগার্হ —ধান, ধান্য।
রাগার্হ —যে ব্যক্তি আশাদিয়া নিরাশ করে।
পূজার্হ —পূজার যোগ্য, মান্য, মাননীয়।
রাজার্হ —অগুরু চন্দন, রাজ যোগ্য।
যথার্হ —যেমন উচিত, যথোপযুক্ত, সত্য।
বধার্হ —বধ যোগ্য, বধ্য, বিনাশের যোগ্য।
ধূপার্হ —কৃষ্ণ অগুরু।
কর্ম্মার্হ —কর্ম্মের উপযুক্ত, পুরুষ।
সুরার্হ —স্বর্ণ, সুবর্ণ, চামীকর, হরিচন্দন।
দশার্হ —বুদ্ধ, দেশ বিং।
দাশার্হ —কৃষ্ণ, যাদব, দশার্হ দেশীয়, যদুবংশোদ্ভব।
মহার্হ —মহামূল্য, অতিশয় মূল্যবান্, লাবক পক্ষী।

আহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শ্বেতবাহ্ —[শ্বেতবাহ] অর্জ্জুন, ইন্দ্র, সুরপতি।
ভারবাহ্ —[ভারবাহ] ভার বহন কারী, ভারী, মুটিয়া।
অবগাহ —স্নান, মজ্জন, প্রবেশ, অন্তঃ প্রবেশ।
পঙ্কগ্রাহ —মকর, জল জন্তু বিং।
পঙ্কুগ্রাহ —রাশি চক্রস্থ চিহ্ণ বিং, মকর রাশি।

প্রতিগ্রাহ —আদান, প্রতি গ্রহণ, স্বীকার, পিতৃদান।

বন্দিগ্রাহ —সিঁদেল চোর।

কর্ণগ্রাহ —নাবিক, কর্ণধার।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু রাজা, সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবী।

অবগ্রাহ —গ্রহণ, স্বীকার, অনাবৃষ্টি, হস্তীর ললাট, প্রতিবন্ধ, বাধা, শাপ বাক্য. নিগ্রহ।

জীবগ্রাহ —কয়েদী, বন্দী।

পরিগ্রাহ —যজ্ঞের বেদী বিং।

ব্যালগ্রাহ—অহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে, মাল।

রাহুগ্রাহ —চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ।

কর্ণজাহ —কর্ণ মূল।

অবদাহ —বেণার মূল, খস্‌খস্‌।

অন্তর্দাহ —আন্তরিক উত্তাপ, জ্বর।

উপনাহ —বন্ধন, বীণাদির তন্ত্র বন্ধন স্থান, প্রলেপ।

অবনাহ —বন্ধন, আচ্ছাদন, বেষ্টন।

পরিণাহ —[পরীণাহ] বিস্তার, বিশালতা।

নাসানাহ —নাসিকা মল, শিকনি।

বায়ুবাহ —[অগ্নিবাহ] ধূম, বাষ্প, ধোঁয়া।

শুকবাহ —পিঞ্জর, দাঁড়।

যোগবাহ —অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বা মূলীয়, উপাধ্মানীয়।

রাজবাহ —ঘোটক, অশ্ব।

পোতবাহ—নাবিক, দাঁড়ি, মাজি, নিয়ামক।

শ্বেতবাহ —ইন্দ্র, বজ্রী, অর্জ্জুন।
পত্রবাহ —বাণ, যে পত্র বহন করে-লিপিবাহক।
হস্তিবাহ —অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ।
সার্থবাহ —বণিক,ব্যবসায়ী,দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্য কারী
ইধ্মবাহ —অগস্ত্যের পুত্র।
স্কন্ধবাহ —শকটাদি বাহক বৃষ, বলদ।
গন্ধবাহ —বায়ু, কস্তুরী মৃগ।
অপবাহ —অনুমান, অনুমিতি।
অম্বুবাহ —মেঘ, বারিবাহ, ভিস্তীওয়ালা।
ভারবাহ —ভার বহনকারী, ভারী, মুটীয়া।
পরিবাহ —[পরীবাহ] জল প্রবাহ,জলপ্লাবন,মোহানা।
বারিবাহ —[জলবাহ] মেঘ, যে জল বহন করে।
জলেবাহ —ডুবুরি, জাতী বিং।
অশ্ববাহ —অশ্বারোহী।
কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত।
অনুদ্বাহ —বিবাহাভাব, বিবাহ না করা।
মরুদ্বাহ —অনল, অগ্নি, দহন, ধূম।
বহির্ব্বাহ —যে প্রবাহে ভিতরের জল বাহির হয়।
শ্রীবরাহ —বিষ্ণু, নারায়ণ।
নৃবরাহ —বিষ্ণুর অবতার বিং-বরাহ অবতার।
বিড়্‌বরাহ—গ্রাম্য শূকর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ।
গণ্ডোৎসাহ—গণ্ডার, গণ্ডক।

নিরুৎসাহ —উৎসাহ শূন্য, নিশ্চেষ্ট।

মহোৎসাহ—রাজ্যাঙ্গ প্রাপ্ত রাজ পুরুষ, মহোদ্যম।

অপরাহ্ণ —দিনের শেষ ভাগ, বৈকাল।

বারিবাহ —মেঘ, জলদ।

আহ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

দুরবগাহ —দুষ্প্রবেশ্য, জটিল, দুর্ব্বোধ।

সর্ব্বসন্নাহ —সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা, সব সৈন্য সমবেত করা

অযোগবাহ —অনুস্বার-বিসর্গাদি বর্ণ।

হিরণ্যবাহ —শোণ নদ।

বোধপ্রবাহ —যে শক্তি দ্বারা দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্য হয়

বারিপ্রবাহ —[জলপ্রবাহ] নির্ঝর, ঝরণা, স্রোত।

পুনর্ব্বিবাহ —প্রথম ঋতুকালীন সংস্কার বিং।

আদিবরাহ —[মহাবরাহ] বিষ্ণুর অবতার বিং।

সরবরাহ —(যাং) নির্ব্বাহ, চালান।

প্রয়োজনার্হ —আবশ্যক, কার্য্যোপযুক্ত।

আহ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

কর্ণপ্রতিনাহ —কর্ণ রোগ বিং।

পোষণপ্রবাহ —শরীরের পুষ্টিসাধক শক্তি।

গন্ধর্ব্ববিবাহ —বিবাহ বিং।

ইহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ঈহ্ —[ধা] ঈহা, ঈত্তা, গেহ, সমীহ, নিরীহ, ঈহিত।

দিহ্ —[ধা] লেপন-সন্দেহ, সন্দিগ্ধ, সন্দোহিত, সন্দেহী

স্নিহ্ —[ধা] প্রীতি,স্নিগ্ধভাব-স্নেহ, স্নিগ্ধ,স্নেহী,উষ্ণিক
স্পৃহ্ —[ধা] প্রাপণেচ্ছা-স্পৃহা, স্পৃহণীয়।
বৃহ্ —[ধা] বৃদ্ধি,শব্দ-বৃহৎ,বৃহতী,বৃহতিকা, বৃহস্পতি
মিহ্ —[ধা] সেচন-মেহন,মেহ,মীঢ়,প্রমীঢ়, মিহিকা।
লিহ্ —[ধা] আস্বাদন, লেহ, লেহন, লীঢ়, আলীঢ়।
ইহ —এই স্থানে, এইকালে।
গৃহ —ঘর, গৃহস্থাশ্রম, ভার্য্যা।
তৃহ —(ধা) বধ করা।
বৃহ —(ধা)শব্দকৃ,দীপ্তিপাওয়া,বৃংহণ,বৃংহিত,উপবৃংহিত
সিংহ —মৃগেন্দ্র, কেশরী, পঞ্চম রাশি।
চিহ্ন —ধ্বজা, কেতু, কেতন, লক্ষ্য, লক্ষণ,কলঙ্ক, চিনা,
অঙ্ক,দাগ,পতাকা। (ধা) লক্ষণ-চিহ্ন,চিহ্নিত।
জিহ্ম —বৃক্ষ বিং, তগর বৃক্ষ, মন্দ, বক্র, কুটিল, জড়,
সঙ্কুচিত, অপ্রসন্ন, খল, অধার্ম্মিক।
শিহ্ল —[সিহ্ল] গন্ধ দ্রব্য বিং।

ইহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বাপীহ—চাতক পক্ষী।
নিস্পৃহ—আকাঙ্ক্ষা রহিত, স্পৃহা বর্জ্জিত।
সস্পৃহ —সাভিলাষ, লালস, ইচ্ছুক, লোভী।
সমীহ —লজ্জা, সম্ভ্রম।
নিরীহ —নিশ্চেষ্ট, নিস্পৃহ, নিরুদ্যোগ, ধীর, শিষ্ট, বিষ্ণু
নৃসিংহ —বিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার বিং, রতিবন্ধ বিং।

স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ, গুদ।
পুংশ্চিহ্ন—উপস্থ, লিঙ্গ, মেঢ্র, বাঁড়া।
অজিহ্ম—সরল, অকপট, অবক্র, ভেক্, বেঙ্।
বিজিহ্ম—কুটিল, বাঁকা, বক্র, অসরল।

ইহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

রক্ষাগৃহ —সূতিকা গৃহ।
লক্ষ্মীগৃহ —রক্তোৎপল।
ভোগগৃহ —বাস গৃহ, অন্তঃপুর, ভোগ ঘর।
প্রেতগৃহ —শব দাহন স্থান, শ্মশান।
রতিগৃহ —ভগ, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন।
সুতিগৃহ —[সূতীগৃহ] সুতিকাগার, অরিষ্ট, আঁতুড়।
পিতৃগৃহ —পিত্রালয়, শ্মশান।
যন্ত্রগৃহ —ঘানি ঘর, তৈলিকশালা।
মন্ত্রগৃহ —মন্ত্রণাশালা, পরামর্শ করিবার ঘর।
বস্ত্রগৃহ —[পটগৃহ] তাঁবু, কানাৎ।
দেবগৃহ —দেবালয়, সূর্য্য চন্দ্রাদির জ্যোতির্মণ্ডল।
গর্ভগৃহ —ভিতরের ঘর, গর্ভাগার।
ধারাগৃহ —ফোয়ারার ঘর, ফোয়ারা যুক্ত ঘর।
হরিগৃহ —দেশ বিং, নগরী বিং, হরিমন্দির।
শিরোগৃহ —চন্দ্রশালা, চিলে ঘর।
বাসগৃহ —[শয্যাগৃহ,মধ্যগৃহ] শয়নাগার, অন্তঃপুরগৃহ
বৃহদ্গৃহ —দেশ বিং, কারুষ দেশ, বড় ঘর।

অন্তর্গৃহ —গৃহের অভ্যন্তর, অন্তঃপুর।
পুষ্পলিহ —ভ্রমর, অলি।
নভোলিহ —অভ্রঙ্কশ-যাহা আকাশকে স্পর্শ করে।
অভ্রংলিহ —বায়ু, গগণ স্পর্শী, অতি উচ্চ।
শাক্যসিংহ—বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা মুনি বিং।
পক্ষিসিংহ—গরুড়, খগপতি।
তৃণসিংহ —কুঠার, কুড়াল।
নরসিংহ —নারায়ণের চতুর্থ অবতার,প্রধান মনুষ্য।
ততচিহ্ন —বিশেষ রূপে চিহ্নিত।
সিতচিহ্ন —মৎস্য বিং।

ইহ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সুতিকাগৃহ—প্রসব গৃহ, আঁতুড় ঘর।
সমুদ্রগৃহ —জল যন্ত্র গৃহ।
অমরসিংহ—বিক্রমাদিত্যের নব রত্নের এক রত্ন।
পুরুষসিংহ—নরশ্রেষ্ঠ।

ইহ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

যত্রসায়ংগৃহ—যত্র সন্ধ্যা তত্র বাস করা।
জলযন্ত্রগৃহ —জলটুঙ্গি, জলের উপরিস্থিত গৃহ।
উপরতস্পৃহ—বীতস্পৃহ, ইচ্ছা রহিত।

উহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উহ্ —(ধা) তর্ক করা।
কুহ্ —(ধা) আশ্চর্য্য জ্ঞান-কুহক, কুহকী,কুহা,কুহন।

গুহ্ —(ধা) আচ্ছাদন-গুহ্য,গুহ,গূঢ়,গুহা,গুহিন, নিগূঢ়

দুহ্ —(ধা) দোহন, বধ করা-দোহন,দুহ্যমান,সন্দোহ

দ্রুহ্ —অপকার, ক্ষতি কারক। (ধা) অনিষ্টাচরণ ক্র-বিদ্রোহ, বিদ্রোহী, দ্রোহিত, দ্রোহ।

স্নুহ্ —(ধা) উদ্গার ক্র-স্নূঢ়, স্নুহিত, স্নোহন, স্নুহি

মুহ্ —(ধা) অচৈতন্য, অজ্ঞান-মোহ, মোহন, মূঢ়, মুগ্ধ

রুহ্ —(ধা) উৎপত্তি,স্ফূর্ত্তি-রোহণ,আরোহণ, রূঢ়ি।

লুহ্ —(ধা) লাভেচ্ছু-লোহন, লূঢ়, লোহ।

ঊহ —উৎপ্রেক্ষণ, তর্ক, বিতর্ক, অনুমান, অধ্যাহার। (ধা)তর্ক-ঊহ,ঊহন,ব্যূহন,ঊহ্য,সমূহ,ব্যূহ, ঊহনী

কুহ —কুবের, কুত্র, কোন স্থানে।

গুহ —বিষ্ণু,কার্ত্তিকেয়,গুহক,গর্ত্ত,বেগবান অশ্ব, পদবী

দ্রুহ —তনয়, পুত্র।

ব্যূহ —যুদ্ধার্থ সৈন্য রচনা, বল বিন্যাস, সমূহ, বিস্তার, তর্ক, নির্ম্মাণ, গঠন, দেহ, সৈন্য সমূহ।

রুহ —জাত, উৎপন্ন, আরূঢ়।

উহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

নিষ্কুহ —বৃক্ষের কোটর, তরুগর্ত্ত।

মুগূহ —দাত্যূহ পক্ষী, পানকৌড়ী।

নির্য্যূহ —আপীড়, কিরীট, ভিত্তিস্থ কাষ্ঠফলক বিং, নাগদন্ত, নির্য্যাস, ক্বাথ, দ্বার।

অত্যূহ —[দাত্যূহ] পক্ষী বিং, ডাক পাখী।

নত্যূহ —নীলকণ্ঠ পক্ষী।
প্রত্যূহ —বিঘ্ন, বাধা, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক।
অভ্যূহ —তর্ক, বিতর্ক, বাক্যের সম্পূর্ণতা সম্পাদন।
সমূহ —সমুদায়, রাশি, সম্যক্ তর্ক, ব্যূহ, সঙ্ঘ।
দুরূহ —কঠিন, দুর্ব্বোধ, কষ্ট সাধ্য।
পুরুহ —প্রচুর, অধিক।
ভূরুহ —তরু, বৃক্ষ, গাছ, পাদপ।
দস্ব্যূহ —বলিরাজার নামান্তর।

উহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

পাণিরুহ —[কররুহ] নখর, নখ।
বৃহদ্‌গুহ —মালবদেশের কারুষ্য দেশ।
আনডুহ —বৃষসম্বন্ধীয়, বৃষমাংসাদি, স্বনামখ্যাততীর্থবিং
নিষ্প্রত্যূহ —বাধাহীন, নিরাপদ, নির্ব্বিঘ্ন।
জগদ্‌দ্রুহ —জগতের অনিষ্টকারী।
চক্রব্যূহ —যুদ্ধার্থে মণ্ডলাকারে সৈন্য স্থাপন।
চতুর্ব্যূহ —কৃষ্ণ-বলরাম-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুরাত্মক বিষ্ণু, ৪ প্রকার ব্যূহ বিশিষ্ট।
পঙ্করুহ —[সরোরুহ] পদ্ম, জলজ, পঙ্কজ, কমল।
পঙ্কেরুহ —পদ্ম, সারস পক্ষী।
বক্ষোরুহ —পয়োধর, স্তন, কুচ।
অঙ্গরুহ —[তনুরুহ] লোম।
বীজরুহ —ধান্যাদি শস্য।

দগ্ধরুহ —তিলক বৃক্ষ, তিল গাছ।
তনুরুহ --[তনূরুহ] লোম, পালক, পুত্র।
ছিন্নরুহ —বৃক্ষ বিং, গুড়ুচী।
শিফারুহ —[স্কন্ধরুহ] বটগাছ, বটবৃক্ষ।
অম্বুরুহ —[অম্ভোরুহ, বারিরুহ, জলরুহ] পদ্ম, জলজাত
উর্ব্বীরুহ —[ক্ষিতিরুহ, ভূমিরুহ, মহীরুহ] তরু, গুল্ম, বৃক্ষ
কররুহ —নখর, নখ, অঙ্গুলি।
তরুরুহ —বৃক্ষজাত, বৃক্ষান্তর, পরগাছ।
শিরোরুহ—কেশ, মাথার চুল।

উহ — অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

নাগনির্ব্যূহ—নাগদন্ত, গৃহের ভিত্তির নির্গত কাষ্ঠদণ্ড।
চরণব্যূহ --বেদব্যাস প্রণীত চতুর্ব্বেদ বিবরণ শাস্ত্র।
মকরব্যূহ --মকরাকারে সৈন্য রচনা বিং।
জগতীরুহ --[অবনিরুহ, অবনীরুহ, পৃথিবী রুহ] বৃক্ষ।
নলিনীরুহ --পদ্মযোনি, ব্রহ্মা, মৃণাল।
শিরসিরুহ —মূর্দ্ধজ, কেশ, মাথার চুল।
সরসীরুহ —পদ্ম।

এহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কেহ --(দে) কেউ, কোন ব্যক্তি।
গেহ —গৃহ, বাসস্থান, ঘর।
দেহ —শরীর, অঙ্গ, লেপন।
স্নেহ —প্রেম, দয়া, বাৎসল্য গুণ, দ্রব বস্তু-তৈলাদি।

মেহ —মূত্র রোগ বিং, ধাতুক্ষরণ, মেষ।

লেহ —লেহন,আস্বাদন,চাটা, ভক্ষণ,ভক্ষ্য, আস্বাদ্য।

এহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ওজেহ —[যাং] হেতুবাদ, ওজে।

দ্বিদেহ —গজানন, গণেশ।

প্রদেহ —প্রলেপ, বিলেপন।

বিদেহ —জনক বংশীয় রাজা, দেহরহিত, কায়শূন্য।

বৈদেহ —মিথিলার রাজা, সঙ্কর জাতি বিং, বণিক্।

সন্দেহ —সংশয়, দ্বৈধ জ্ঞান, বিচিকিৎসা।

অস্নেহ —নির্দ্দয়,শুষ্ক,রুক্ষ, বাৎসল্যাভাব, তৈলাভাব।

প্রমেহ —বহুমূত্রতা, মূত্র দোষ রোগ বিং।

এহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

হবির্গেহ —হোম দ্রব্যাদি রক্ষার্থ গৃহ, হোম গেহ।

একদেহ —বুধ গ্রহ, অভিন্ন শরীর, একাত্মা।

কৃষ্ণদেহ —ভ্রমর, কৃষ্ণ বর্ণ শরীর।

উপদেহ —প্রলেপ,ম্রক্ষণ, (দেং) ছয়া।

বিপ্রদেহ —শুষ্ক ফল মূলাদি, (দেং) ব্রাহ্মণের শরীর।

কটুস্নেহ —সর্ষপ, শ্বেত সর্ষপ, রাই সরিষা।

দধিস্নেহ —দধির রস, দধির সাং।

ফলস্নেহ —আখরোট গাছ।

তিলস্নেহ —তিলের তৈল।

মাংসস্নেহ —মেদ, ভুঁড়ি, মাংসসার।

ইক্ষুমেহ —বহুমূত্র রোগ, মেহ রোগ বিং।
ক্ষৌদ্রমেহ —প্রমেহ রোগ বিং।
অম্লমেহ —মেহ রোগ বিং।
অবলেহ —চাটিয়া খাইবার ঔষধাদি, চাটা।
রসলেহ —পারদ, পারা।

এহ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

বিচিত্রদেহ —নানা বর্ণ বা সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, মেঘ।
মস্তকস্নেহ —শিরো মজ্জা, মাথার ঘি, মস্তিষ্ক।
অপত্যস্নেহ —সন্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ।

এহ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

ত্বগাধারদেহ —শম্বুকাদি।
গ্রন্থ্যাধারদেহ--যাদের দেহ বিবিধ গ্রন্থিতে নির্ম্মিত হয়
অস্থ্যাধারদেহ--যাদের দেহের আধার অস্থি-পক্ষ্যাদি

ঐহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ব্রৈহ —ব্রীহি নির্ম্মিত।

ওহ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

দোহ —দোহন, দোহনপাত্র, দুগ্ধ, সন্তোষ, কৃতকার্যতা।
দ্রোহ —অনিষ্টাচরণ, হিংসা, ক্ষতি।
প্রোহ —হস্তীর চরণ, তর্ক, অনুমান করণ, নিপুণ, পর্ব্ব।
মোহ --অচৈতন্য, মূর্চ্ছা, অজ্ঞান, মূর্খতা, ক্লেশ, দুঃখ, অবিদ্যা
রোহ —প্ররোহ, অঙ্কুর, আরোহণ, আরোহী, ফেঁকড়ী।
লোহ —লৌহধাতু, অস্ত্রবিং, রক্ত, অগুরু চন্দন, কৃষ্ণচন্দন

ওহ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অদ্রোহ —সদ্ব্যবহার, অহিংসা।

বিদ্রোহ —বিদ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ, অনিষ্টাচরণ, ঝগড়া, মন্দ

সন্দোহ --সমূহ, গণ, রাশি, সম্যক্‌, দোহন, বহুল।

অপোহ —নিরাস, অপনোদন।

ব্যামোহ—অজ্ঞান, ভ্রম, মোহ, পীড়া, রোগ।

দুর্ম্মোহ —কাকতুণ্ডী।

আরোহ —অশ্ব-হস্তী ইত্যাদিতে আরূঢ় সৈনিক, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ভার, উত্তম স্ত্রীর নিতম্ব, সমুচ্ছ্রয়।

প্ররোহ —বীজোদ্ভেদ অঙ্কুর, বট প্রভৃতি বৃক্ষের নামনা, ঝুড়ি, উৎপত্তি, আরোহণ, পল্লব, মূল।

সংরোহ —অঙ্কুর, জন্ম, উৎপত্তি।

অলোহ —লৌহ ব্যতিরিক্ত।

ওহ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অবদোহ —দুগ্ধ, দুধ, পয়ঃ।

রাজদ্রোহ —রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান।

উপদ্রোহ —বিদ্রোহ, উৎপাত, দৌরাত্ম্য।

অভিদ্রোহ—অনিষ্ট চিন্তা, অপকার, পীড়ন, আক্রোশ।

পরদ্রোহ —পরানিষ্ট, পরের মন্দ করণ।

জ্ঞানাপোহ--বিস্মরণ, ভ্রান্তি।

মায়ামোহ—বিষ্ণুর দেহ নির্গত অসুরমোহক পুরুষ বিং

সুরীমোহ --ধুস্তুরা, ধুস্তূর।

মহামোহ —ভোগেচ্ছারূপ অজ্ঞানতা।
ক্রয়ারোহ —বাজার, হাট।
গজারোহ —[হস্ত্যারোহ] নিষাদী, গজারূঢ় ব্যক্তি।
অবরোহ —নামা, অবতরণ, ডাল।
অভ্ররোহ —বৈদূর্য্য মণি।
সমারোহ —আরোহণ,আড়ম্বর, সম্মত হওয়া, অত্যুন্নতি
শমিরোহ —শিব, মহাদেব।
দুরারোহ —দুঃখে আরোহণীয়, বিল্ব-নারিকেল বৃক্ষাদি
বরারোহ —শ্রেষ্ঠ পুরুষ, হস্তিপক, হস্ত্যারোহ।
অশ্বারোহ —অশ্বারূঢ়,অশ্বারোহণে যুদ্ধ কারী।
দীপ্তিলোহ—কাংস্য, কাঁসা।
কপিলোহ —পিতল, পিত্তল।
রবিলোহ —তাম্র, তাঁবা।
সর্ব্বলোহ —লৌহময় বাণ।
সারলোহ —ইস্পাত, লৌহসার।
মহালোহ —চুম্বক পাথর, অয়স্কান্ত মণি।

ওহ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

স্যন্দনারোহ—রথী, রথারোহী যোদ্ধা।
দৃঢ়প্ররোহ —[মহাবরোহ] প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

ঔহ—অন্ত।

লৌহ —ধাতু বিং, লোহা, অয়ঃ।
দাত্যৌহ —ডাকপক্ষী, ডাহুক।

পঞ্চলোহ — সুবর্ণ-রজত-তাম্র-রাং-সীসক-৫ ধাতু।
বর্ত্তলোহ —[বর্ত্তলোহ] বিদূরী, লৌহ বিং।
কান্তলৌহ —[কৃষ্ণলোহ] অয়স্কান্ত মনি।
পিঙ্গললৌহ —পিতল, পিত্তল।

হা। (১) একাক্ষর।

হা—বিষাদ, শোক, যাতনাসূচক, আনন্দসূচক, কুৎসা, হায়, পরিত্যাগ, বর্জ্জন, বীণা, ঈশ্বর, পরমাত্মা, অস্ত্র শস্ত্র, বীণাধ্বনি, পাদপূরণার্থক, সম্বোধন, নিয়োগ। (ধা) ত্যাগ-হানি, অহো, অহে। (ষাং) সমূহ।
হাঁ—(দেং) স্বীকার, সম্মতি, মুখ ব্যাদন।

অহা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

বহা —তটিনী, নদী, তরঙ্গিণী।
মহা —স্ত্রী গবী-গাভী, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, চাকুলিয়া লতা।
সহা —পৃথিবী, ঘৃত কুমারী।
হহা —গন্ধর্ব্ব, স্বর্গীয়গায়ক, শোক, সম্ভ্রম, আকস্মিক দুঃখ
সহাঃ —অগ্রহায়ণ মাস, হেমন্ত কাল।
অর্হা —অর্চ্চনা, সম্মান, পূজার সামগ্রী, যোগতা
গর্হা —নিন্দা, তিরস্কার, দোষারোপ।

অহা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

মৃগহা — ব্যাধ, মৃগয়া কারী।
রোগহা—চিকিৎসক, বৈদ্য, রোগ নাশক।
বৃত্রহা —[বেত্রহা] ইন্দ্র, শক্র, দেবরাজ।

আত্মহা —আত্মঘাতী, অজ্ঞ।
মৈন্দহা —[বাণহা, মুরহা, সাল্বহা, কংসহা] বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ
ব্রণহা —গুড়ুচী লতা, গুলঞ্চ, ব্রণ নাশক।
ভ্রূণহা —গর্ভস্থ বালক হন্তা।
অপহা —বিনাশক, উচ্ছেদ কারক।
সর্পহা —নকুল, বেঁজী, সর্পনাশক।
বেবহা —(ষাং) অতিরিক্ত, অনেক।
সবহা —[সুবহা] ত্রিবৃৎ, তেউড়ী গাছ।
বীরহা —নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণ, বীরনাশক।
বলহা —শ্লেষ্মা, কফ, বলনাশক।
অহহা —আনন্দ, সম্বোধন, প্রকর্ষ, অদ্ভুত, খেদ।
ব্রহ্মহা —ব্রাহ্মণ বিনাশকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী।

অহা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ধেনুকহা —[শকটহা] শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন।
ভুজঙ্গহা —নকুল, নেউল, বেঁজী, গরুড়।
জ্বরাপহা —বিল্বপত্র, বেলশুঁঠা।
প্রলাপহা —কুলখাঞ্জন, প্রলাপনাশক।
মলাপহা —নদী বিং।
বিষাপহা —নির্ব্বিষা লতা, অর্কমূলা, ইষের মূল, বারুণীবৃক্ষ
স্রোতোবহা—নদী, তটিনী।
অসৃগ্বহা —রক্তস্থলী, শোণিতের আধার স্থান।
জগদ্বহা —[সর্ব্বংসহা] পৃথিবী, ভূমণ্ডল।

অহা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

নেত্ররোগহা—বৃশ্চিকালী, বিছুটীগাছ, চক্ষু রোগ নাশক

তন্তুবিগ্রহা —কদলী বৃক্ষ, কলাগাছ।

শিশুপালহা —শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব।

আখুবিষহা —দেবতাড় বৃক্ষ, দেবদালী লতা।

যমলার্জ্জুনহা—শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন।

সদানীরবহা —করতোয়া নদী।

আহা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আহা —খেদ বা আক্ষেপ বোধক শব্দ।

যাহা —যেই, যা, যৎ।

ডাহা —(যাং) গোঁয়ারা, তাজিয়া।

তাহা—সেই, তৎ।

মাহা—গাভী। (যাং) মাস।

রাহা—(যাং) রাস্তা, পথ।

লাহা—লাক্ষা, জতু, জৌ, পদবী বিং।

স্বাহা—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান, তদ্দানের মন্ত্র, অগ্নির ভার্য্যা, মাতৃকা বিং।

হাহা—গন্ধর্ব্ব, স্বর্গীয় গায়ক, আকস্মিক দুঃখ, সম্ভ্রম, বিস্ময়, শোক, খেদ জনক শব্দ। (দেং)হাস্যশব্দ।

পট্টার্হা—মহাদেবী, পাটরাণী।

আহা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

পুতনাহা—শ্রীকৃষ্ণ, যশোদানন্দন।

পণবাহা—[পোনবাহা](যাং) পণাপণ, অবধারিত মূল্য।
দরগাহা—(যাং) মাসিক বেতন, বেতন।

ইহা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ইহা —এই, এ।
ঈহা —চেষ্টা, উদ্যম, বাঞ্ছা।
প্লিহা —[প্লীহা] পিলা, কুক্ষিবামপার্শ্বস্থ মাংসপিণ্ড, গুল্ম
স্পৃহা —ইচ্ছা, কামনা, গ্রহণেচ্ছা, লোভ, গণনা, বাসনা।

ইহা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

সমীহা —চেষ্টা, উদ্যোগ, ইচ্ছা, সন্ধান, লজ্জা।
অরিহা —রিপুঘ্ন, শত্রুনাশক।
বলিহা —[কেশিহা] বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ।

উহা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উহা —বিচার, বিতর্ক, অনুসন্ধান। (দেং) ঐ, ও।
গুহা —পর্ব্বতাদির গহ্বর, গর্ত্ত, অভ্যন্তর, লতা বিং।

উহা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অতুহা —শেফালিকা, নীলিকা।
মধুহা —[রাহুহা] বিষ্ণু, নারায়ণ।
গুরুহা —গুরুহত্যাকারী, গুরুঘাতক, নরকীলক।

উহা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

কামদুহা—কামধেনু, সুরভি।
কচ্ছরুহা—দূর্ব্বা।
দগ্ধরুহা —বৃক্ষ বিং, তিল গাছ, কুরুহগাছ।

ছিন্নরুহা —শল্লকী, স্বর্ণকেতকী, লতা বিং, গুলঞ্চ।
তরুরুহা —পরগাছ, বৃক্ষজাত।

এহা—অন্ত।

সেহা —(যাং) প্রাপ্ত করাদি সম্বন্ধীয় হিসাব, জমা।
অনেহাঃ—প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, অপ্রতিরথ, কাল, সময়।

ওহা—অন্ত।

দোহা —(দেং) ছন্দো বিং, গাভীদোহন ক্রিয়া।
রক্ষোহা—কাঁজি, হিং, শ্বেতসর্ষপ, ভল্লাতকবৃক্ষ, রাক্ষসহন্তা
পট্টারোহা-প্রধানা রাণী, পাটরাণী।

হি। (১) একাক্ষর।

হি —হেতু, নিশ্চয়, প্রশ্ন(ধা)বৃদ্ধি পা-হেতু(ইং)পুং-তিনি
হী —হাস্যশব্দ, বিস্ময়, শোক, বিষাদ, দুঃখ, হেতু।
হৃ —(ধা) বল পূর্ব্বক হরণ, বলাৎকার, বিহরণ, প্রহরণ
হ্রী —ব্রীড়া, লজ্জা, ত্রপা। (ধা) লজ্জা-হ্রী, হ্রণীয়া, হ্রিত
হিং —(দেং) বণিক্ দ্রব্য বিং, হিঙ্গু।

অহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

অহি —সর্প, বেত্রাসুর, সূর্য্য, পথিক, রাহু।
নহি —না, নিষেধ, কখনই না, অভাব।
প্রহি —কূপ, কুয়া।
বহি —[বহী] (যাং) ক্ষুদ্র পুস্তক, পুঁথি।
মহি —পৃথিবী, ধরণী, ভূ, জগৎ।
মহী —পৃথিবী, নদী বিং, হিঙ্গা, গো।

সহি —(যাং) ঠিক, দস্তখত, নিশানি, মঞ্জুর।
অংহ্রি—পদ, পাদ, চরণ, পা, চতুর্থাংশ, বৃক্ষমূল।
বহিঃ —বাহ্য দেশ, বাহির, সীমার শেষ।
বহ্নি —যিনি দেবতাদের জন্য হবনীয় বহন করে, অগ্নি
ব্রহ্মী —পাঁকাল মাছ, শাক বিং।
কর্হি —কোন্ সময়, কখন, কদাচিৎ।
তর্হি —তখন, তবে।
বর্হি —অগ্নি, কৃশানু, অনল, দব, দাহ, দহন, যজ্ঞ।
বর্হী —ময়ূর, শিখি, বর্হ বিশিষ্ট।
বর্হিঃ —অগ্নি, যজ্ঞ, দীপ্তি, কুশ।

অহি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বিরহী —বিয়োগ, বিরহ বিশিষ্ট, বিচ্ছেদ যুক্ত।
সাসহি—বহন সমর্থ।
এতর্হি —এক্ষণে, এখন, অধুনা।
প্রবহ্লি—[প্রবহ্লী] প্রহেলিকা, হেঁয়ালি।

অহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

কহাকহি —(দেং) বলাবলি, কথোপকথন।
অদ্রিবহ্নি —পর্ব্বতোদ্ভূত অগ্নি, আগ্নেয় পর্ব্বত।
বনবহ্নি —বনাগ্নি, দাবানল, দাব দাহন।
গ্রহবহ্নি —সূর্য্যাদি গ্রহের বহ্নি।

অহি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

প্রাচীনবর্হিঃ—রাজা বিশেষ।

আহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

গ্রাহী —আকর্ষক, কপিত্থ, ধারক, গ্রহণ কর্ত্তা।

ত্রাহি —রক্ষাকর, বাঁচাও।

বাহী —বহন কারী।

রাহী —(যাং) পথিক, রাস্তাবাহী।

আহি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

সংগ্রাহী —[সঙ্গ্রাহী] সংগ্রহ কর্ত্তা, কুটজ বৃক্ষ, ধারক।

রাজাহি —দ্বিমুখ সর্প, দুমুখোসাপ।

তথাহি —সমর্থন, প্রসিদ্ধি, নিদর্শন।

অন্ধাহি —মৎস্য বিং, কুঁচে মৎস্য।

প্রবাহী —বালুকা, বালি।

বারাহী —পৃথিবী, শূকরী, তীর্থ বিং, যোগিনী-পরিমাণ-মাতৃকা বিং, শ্যামা পক্ষী, বরাহরূপিণী।

উৎসাহী —সাহসী, উদ্যোগী, প্রাপ্তোৎসুক।

আহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

দ্বিমুখাহি —যে সর্পের দুই দিকে মুখ-সাঁকিনী-রাজসর্প

আত্মগ্রাহী—আত্মম্ভরি, স্বার্থপর, স্বোদর পূরক।

গুণগ্রাহী —যে ব্যক্তি গুণ গ্রহণ করিতে পারে-গুণজ্ঞ

তৃণগ্রাহী —তৃণগ্রাহক, মণিবিং, নীলমণি, কাফুর দানা।

সারগ্রাহী —শ্রেষ্ঠাংশ গ্রাহক, সার গ্রহণ কারী।

ফলগ্রাহী —বৃক্ষ, ফল গ্রহণ কর্ত্তা।

ব্যালগ্রাহী—সাপুড়ে, সাল, বাদিয়া।

দোষগ্রাহী—যে ব্যক্তি দোষ গ্রহণ করে-দুর্জ্জন, খল।
সুরুঙ্গাহি —সন্ধি চোর, সিঁধাল চোর।
অনড্বাহী —গবী, গাভী।
লঙ্কাদাহী —হনুমান-লঙ্কাদাহকারী।
পরিণাহী —বিশাল, বিপুল।
যোগবাহী —যোগবহন কারী, পারা, ক্ষার বিং, ভেষজাঙ্গ
রথ্যাবাহী—পথিক, ভ্রমণকারী।
সাধুবাহী —সুশিক্ষিত অশ্ব।
অম্বুবাহী —জলবহন কারী।
ভারবাহী —ভারবাহক-মুটে।
ধারাবাহী —অবিরতস্থায়ী, যা' বরাবর চলিয়া আসিতেছে
ষষমাহি —(যাং) ষাণ্মাসিক।
মাতুলাহী —সর্প বিং, মালুয়া সাপ।

আহি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

হৃদয়গ্রাহী —মনোহারী।
বিনয়গ্রাহী —[বচনগ্রাহী] কথার বাধ্য, বিনীত।
পল্লবগ্রাহী —অল্পজ্ঞানী, ক্ষুদ্র২ দোষান্বেষী, খুটআঁখুরে, ফল না লইয়া পত্র গ্রহণ কারী।
জীমূতবাহী —ধূম, ধূঁয়া।
কুমারবাহী —ময়ূর, শিখী।
দোয়াজমাহি-(যাং) সাম্বৎসরিক।
বজ্রবরাহী —গায়া।

ইহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

গৃহী —গৃহপতি, গৃহস্থ, স্বামী, গৃহ বিষয়ক।

ডিহি —[যাং] প্রধান গ্রাম, মৌজা।

ব্রীহি —শালি ধান্য, ধান।

ব্রীহী —ব্রীহি যুক্ত ক্ষেত্রাদি।

সিংহী—সিংহ পত্নী, বেগুণ গাছ, বাসক বৃক্ষ, রাহুমাতা।

হিহি —(হীহী) আহ্লাদ সূচক শব্দ, গন্ধর্ব্বের নাম।

কিণিহী-অপামার্গ, আপাং গাছ।

ইহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অনুব্রীহি —সরু ধান্য, সূক্ষ্ম ধান্য, অণ্ডকোষ।

আশুব্রীহি—আশু ধান্য, আউশ ধান।

বহুব্রীহি —সমাস বিং, বহু ধান্য বিশিষ্ট।

বৈদ্যসিংহী--বাসক গাছ।

জওয়াবদিহি-(যাং) দায়, উত্তর প্রদান।

উহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

দ্রুহী —কন্যা, সুতা, কুমারী।

স্নুহি —[স্নুহী] মনসা গাছ, সিজ গাছ।

উহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অনডহী —গবী, ধেনু।

ধারাস্নুহী--তেকাটা শিরার গাছ।

এহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

গেহী —গৃহ, গৃহস্থ, সাংসারী।

দেহী —যাহার দেহ আছে-প্রাণী, জীব, আত্মা।
স্নেহী —তৈলাদি যুক্ত,প্রেমী, বন্ধু, বয়স্য।
লেহী —লেহন কারী, আস্বাদন কারী।

এহি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বৈদেহী-সীতা, বণিক পত্নী,গোরোচনা,পিপ্পলী,হরিদ্রা।

এহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শঙ্কদেহী —যে সব জীবের দেহে আঁস্-কিন্তু ডানাহীন
সূক্ষ্মদেহী —যে জীব সামান্য নয়নে দৃষ্ট হয় না।
চিরমেহী —গর্দ্দভ, গাধা।
মধুলেহী —ভৃঙ্গ, ভ্রমর, অলি।

এহি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

কণ্টকদেহী—যার গায়ের উপর কাঁটা থাকে-চাঁদামাছ
ছত্রকদেহী —মেডুসীনামক জীব-যার দেহ ছত্রের ন্যায়
কঙ্কতদেহী —সিডিপ নামক জীব ইত্যাদি।
ছিদ্রবৈদেহী—গজপিপ্পলী।
শুণ্ডালদেহী—প্রবাল কীট।
ছিদ্রালদেহী—স্পঞ্জ নির্ম্মাণকারী ক্ষুদ্র২ জীব।

ওহি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

দ্রোহী—অনিষ্টাচারী, অপকারী, হিংস্রক।
রোহি—ধার্ম্মিক, বীজ, বৃক্ষ।
রোহী—উৎপত্তি শীল, আরোহী।
লোহি—শ্বেত টঙ্কণ।

ওহি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বিদ্রোহী —অনিষ্টাচরণ কারী, যোদ্ধা।

আরোহী —আরোহণ কর্ত্তা, যে চড়ে।

প্ররোহী —অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত, প্ররোহ বিশিষ্ট।

ওহি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ধর্ম্মদ্রোহী —অধার্ম্মিক, দুষ্ট।

পরদ্রোহী —পরের অনিষ্ট কারী।

শৃঙ্গমোহী —চম্পক, চাঁপা।

রথারোহী —রথারূঢ়, রথস্থ যোদ্ধা।

অবরোহী —অবতরণ কারী, বট বৃক্ষ।

ঔহি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

প্রষ্ঠৌহী —প্রথম গর্ভবতী গাভী।

শ্বেতৌহী—শচী, ইন্দ্রাণী।

ভারৌহী—ভার বাহনকারী, ভারবাহিনী।

হু। (১) একাক্ষর।

হু —(ধা) হোমকরণ, ভোজন-হবন, হোম, হুতি, হোত্র।

হূ —গর্ব্ব, অবজ্ঞা, শোক, আহ্বান। (ইং) কে, কোন্ব্যক্তি

হুঁ —(হুম্ শব্দজ) স্বীকারবোধক শব্দ।

অহু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ডহু —[ডহূ] মাদার বৃক্ষ, ডহুয়া, লকুচ, লিকুচ।

বহু —অধিক, তিন ও ততোধিক সংখ্যা।

অহূ —মুনি বিং, কুরু রাজার পুত্র, বিষ্ণু।

লহু —(যাং) রক্ত, রুধির।
পহুঁ —প্রভু, ঈশ্বর, পরাৎপর।

অহু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

নগ্নহূ —সুরামণ্ড, নানা দ্রব্য কৃত সুরাবীজ।
দেবহূ —বাম কর্ণ।
হুবহু —অবিকল, ঠিক, নকল।

আহু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কাহু —অর্জ্জুন বৃক্ষ।
বাহু —হস্ত, রেখা বিং, কক্ষাবধি অঙ্গুল্যগ্রভাগ।
রাহু —সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ, ত্যাগ।

আহু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

সুবাহু —নৃপ বিং, উত্তম হস্ত যুক্ত।
প্রবাহু —কনুইয়ের নিম্নদেশ, কনুইয়ের অধোভাগ।
উদ্বাহু —ঊর্দ্ধ্ববাহু, সন্ন্যাসী বিং।

আহু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অয়োবাহু—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে এক পুত্র।
ঊর্দ্ধ্ববাহু—উদ্বাহু, সন্ন্যাসী বিং।
বীরবাহু —রাক্ষস বিং, রাবণের পুত্র, বিষ্ণু।

আহু—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সহস্রবাহু—বাণ রাজা।
হিরণ্যবাহু—শোণ নদ, শিব।
পিতৃহু —দক্ষিণ কর্ণ, ডান কাণ।

উহু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উহু —(দেং) কাতরোক্তি।

কুহু —[কুহূ] অমাবস্যা, কোকিল ধ্বনি।

জুহূ —পলাশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র

হুহু —(দেং) বেগে, খরস্রোত, দ্রুত।

হূহু —[হুহু,হুহূ,হূহূ] গন্ধর্ব্ব বিং, যাতনা সূচকধ্বনি

মুহুঃ —তৎক্ষণাৎ, বার ২, অতিশয়।

পুরুহু —প্রচুর, রাশি, অত্যন্ত, অধিক।

এহু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

স্নেহু —রোগ, পীড়া, চন্দ্র।

হে, হৈ, হো—অন্ত।

হে —সম্বোধন, আহ্বান সূচক, অসূয়া।

অহে —[ওহে] সম্বোধন সূচক বাক্য।

প্রাহ্নে —[পূর্ব্বাহ্নে] দিবসের প্রথম ভাগে,প্রভাতে।

বাহে —বাপুহে, পিতার হে সম্বোধনীয় স্ত্রী পুরুষকে আহ্বান সূচক বাক্য।

কেহে —তুমি কে, কোন্ ব্যক্তি।

হেহে —সম্বোধন সূচক শব্দ।

ওহে —(দেং) সম্বোধন সূচক শব্দ।

হৈ —আহ্বান, নিষেধ,সম্বোধন,পাদ পূরণার্থক।

হৈহৈ —(দেং)শব্দ বিং, বৃথা আমোদ।

অহো —সম্বোধন,নিন্দা, অনুতাপ,প্রশংসা,দ্বৈধ,দুঃখ,

বিতর্ক, অতএব, শ্রান্তি, শোক, বিস্ময়, করুণা।

হংহো —প্রশ্ন, মান্য ব্যক্তির ব্যবহার্য্য সম্বোধন।

ওহো —(দেং) স্মরণ সূচক, দুঃখ ব্যঞ্জক।

হোহো —(দেং) আমোদজনক শব্দ, হাস্য শব্দ।

হৌ—একাক্ষর।

হৌ —সম্বোধন, আহ্বান, ডাকা।

ছন্দোবোধ শব্দসাগর সম্পূর্ণ।

কবিদের ভার যাহা, বিনয়ী কি পারে তাহা,
সাধিতে কবির ভার ভারি।
তথাপিও ত্যজি লাজ, ধরিলাম এই কাজ,
দেখি ইথে পারি কিম্বা নারি॥
যাহা হৌক কুতূহলে, ঈশ্বর কৃপার বলে,
সারা হৈল শব্দের সাগর।
এবে যদি কবিগণ, দেখিয়া সন্তুষ্ট হন,
তবে তুষ্ট হইবে অন্তর॥

(উপসংহার)

ভাষায় গদ্যের হয় প্রথম রচন।
তার পরে ক্রমে যত্নে পদ্যের সৃজন॥
সংস্কৃত ভাষায়-কাব্য এই নিয়মেতে।
অনেক আয়াসে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমেতে॥
অনেক আয়াসে তার পুষ্ট কলেবর।
বাঙ্গালায় কিন্তু আছে অভাব বিস্তর॥
বাক্যের চাতুরি ছন্দো রস অলঙ্কার।
বাঙ্গালায় কিছু নাহি তাহার বিস্তার॥
তথাপি কাব্যের গুণ লুকায় কোথায়।
ভস্ম ভেদী অগ্নি মত উজ্জ্বলে প্রভায়॥
মহাদুঃখে থাকে কেহ করে গুণ্-গুণ্।
এগুণে প্রকাশে গুণ সেই কাব্য গুণ॥
লালিত্যের সহ কাব্য যদি গীত হয়।
শোকের কষ্টতা দূর করিবে নিশ্চয়॥
বনপশু মুগ্ধ হয় রোগ করে নাশ।
অল্পবাক্যে মনোভাব করিবে প্রকাশ॥
অল্পেতে শ্রোতার মনে জন্মায় উচ্ছ্বাস।
উচ্ছ্বাস গতিকে হয় ত্বরায় অভ্যাস॥
এমন অভ্যাস হবে শীঘ্র নহে দূর।
গদ্যের অপেক্ষা মান্য তাতেই প্রচুর॥

এহেন পদ্যের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় ।
বিশেষ রূপেতে চেষ্টা নাহি দেখা যায় ॥
সংস্কৃত কাব্যের আছে যত প্রকরণ ।
সেই সব বাঙ্গালায় হয়েছে চলন ॥
কিন্তু হেন, পুথি নাহি দেখি বাঙ্গালায় ।
বাক্যের চাতুরি যাতে শিক্ষা করা যায় ॥
অন্ত্য বর্ণ মিলে কোষ হইলে প্রচার ।
শব্দের কৌশল যত হইবে বিস্তার ॥
তাতেই নূতন রীতি করি উদ্ভাবন ।
ছন্দোময় এই পুথি হইল রচন ॥
বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ যত প্রচলন ।
ইহার মধ্যেতে তাহা হয়েছে কলন ॥
ছন্দেতে জন্মিবে যত মনের উচ্ছ্বাস ।
নয়নে দেখিবে তত শব্দের আভাষ ॥
বাক্যের চাতুরী যাহা রচনার সার ।
সহজে সমাজে তাহা হইবে প্রচার ॥
একে সুখ পাঠ্য আর সুখ বোধ্য তায় ।
তাহাতে কবিত্ব শক্তি জন্মিবে ত্বরায় ॥
দুর্লভ কবির জন্ম যেরূপ প্রবাদ ।
ইহাতে তাহার হবে কিছু অবসাদ ॥
এসব আশায় এই শব্দের সাগর ।
নূতন হইল সৃষ্টি বাঙ্গালা ভিতর ॥

সুধীগণ নিকটেতে বিনীত প্রার্থনা ।
দোষ গুণ আদি সব করি বিবেচনা ॥
যার যেবা মত হয় করিয়া প্রচার ।
গ্রন্থকারে তোষিবেন দিয়া সমাচার ॥

দ্যোপ্রাপ্ত আকাশে অগ্নি চন্দ্রের মিলন ।
হ --ইল তখন এই সাগর সৃজন ॥
র --চনা চাতুর্য্য আর শব্দের প্রচার ।
মো--হিবে যদ্যপি হয় ইহার বিস্তার ॥
হ --য় তার চতুধুরী বংশের ঘোষণা ।
ন --গর রংপুরে বাস কুণ্ডী পরগণা ॥
রা --ঢ়ি শ্রেণী ভরদ্বাজ শ্যাম বেদ তায় ।
য় --ন্য পুত্র শ্রীমান্ কালীমোহন রায় ॥

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

গ্রন্থকার এই পুস্তক খানি আবিষ্কার করিয়া ইহার স্বত্বাধিকার (Copy Right) রেজেষ্টরী করিলেন, অতএব তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করিতে পারিবেন না।

322